একমেবাদ্বিতীয়ং

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত
বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা
বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক

৫ কার্ত্তিক ১৭৬৫ শক

কলিকাতা

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল ॥

ওঁতৎ সং
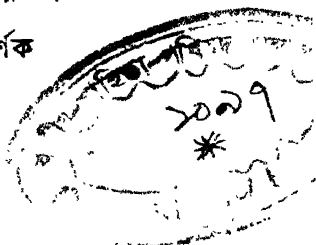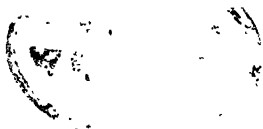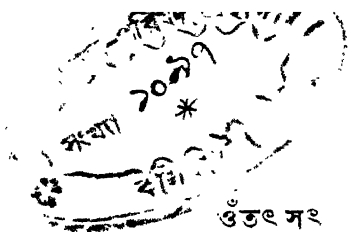
উপনিসদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর এক মাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপী আমারদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়, আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। যদি কহ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতাদিগের উপাসনা লিখিয়াছেন সে সকল কি অপ্রমাণ? আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন? তাহার উত্তর এই, যে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন, যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এই রূপে করিয়াছেন, যে যেব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপ কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক; পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পরের শ্লোকেতে দেওয়া যাইতেছে।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা ।
যমদগ্নের্ব্বচনং ॥

জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্তে করিয়াছেন, রূপ কল্পনার স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়॥

রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ ।
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ ।
বর্জ্জিতঃশক্যতেবক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং ॥
বিষ্ণুপুরাণং ॥

রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণরহিত নাশরহিত অবস্থান্তরশূন্য দুঃখ এবং জন্মহীন পরমাত্মা হয়েন, কেবল আছেন এইমাত্র করিয়া তাঁহাকে কহা যায়॥

অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীষিণাং ।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥
শাতাতপ বচনং॥

জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতরমনুষ্যের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেবজ্ঞানিরা করেন, কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে, আত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানিরা করেন ॥

কিংস্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াংদেবচক্ষুষাং।
দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং॥

তীর্থ স্নানাদিতে তপস্যা বুদ্ধি যাহারদিগের আর প্রতিমাতে দেবতা জ্ঞান যাহারদিগের এমত রূপ ব্যক্তি সকলের যোগেশ্বরদিগের দর্শন স্পর্শন নমস্কার আর পাদার্চ্চন অসম্ভাবনীয় হয় ॥

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং॥

যেব্যক্তির কফ পিত্ত বায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয়, আর স্ত্রী

পুত্রাদিতে আত্মভাব হয়, আর মৃত্তিকা নির্ম্মিত বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয়, আর জলেতে তীর্থ বোধ হয়, আর এসকল জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানিতে না হয়, সেব্যক্তি বড় গরু ॥

বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে।
কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রামন্ত্রাধিপৈঃসহ ॥
কুলার্ণবঃ ॥

ক্রিয়াহীনবর্ণাতীত যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা বিদিত হইলে মন্ত্রসকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং ।
তালবৃন্তেন কিংকার্য্যংলব্ধে মলয়মারুতে ॥
কুলার্ণবঃ ॥

পরব্রহ্ম জ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকেনা, যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোনকার্য্যে আইসে না ॥

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং ॥
মহানির্ব্বাণং ॥

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকাররূপ অল্প বুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে ॥

অতএব বেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্ব্বলাধিকারির নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার মীমাংসা পরে এইরূপ শত শত মন্ত্র এবং বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন। যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞানের যেরূপ মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন সেপ্রমাণ, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই সুতরাং সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত তবে "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ" "আত্মৈবোপাসীত" এইরূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিত না, কেননা অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা শাস্ত্রে হইতে পারে না। আর

যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কষ্টসাধ্য বহুযত্নে হয়, ইহার উত্তর এই, যে বস্তু বহুযত্নে হয় তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন আবশ্যক হয়, তাহার অবহেলা কেহ করেনাঃ তুমি আপনিই ইহাকে কষ্টসাধ্য কহিতেছ অথচ ইহাতে যত্ন করা দূরে থাকুক ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর। অধিকন্তু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে স্পষ্ট কহিতেছেন যে যাবৎ নামরূপ বিশিষ্ট সকলেই জন্যএবং নশ্বর।

যে সমর্থাজগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
তেপি কালে প্রলীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ॥
বিষ্ণুবচনং।

এই জগতের যাহারা সৃষ্টি সংহারের কর্ত্তা এবংসমর্থ হয়েন তাহারাও কালে লীন হয়েন, অতএব কাল বড় বলবান্॥

গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দ্দৈবতানি চ।
ফেণপ্রখ্যঃ কথংনাশং মর্ত্ত্যলোকোন যাস্যতি॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

পৃথিবী এবং সমুদ্র এবং দেবতারা এসকলেই নাশকে পাইবেন, অতএব ফেণার ন্যায় অচিরস্থায়ি যে মনুষ্য সকল কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক॥

বিষ্ণুঃশরীরগ্রহণমহমীশানএবচ।
কারিতাস্তে যতোহতস্ত্বাং কঃ স্তোতুংশক্তিমান্ ভবেৎ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণং॥

বিষ্ণুর এবংআমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু শরীর গ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশংপ্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥
কুলার্ণবঃ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা এবংযাবচ্ছরীর বিশিষ্ট বস্তু সকলে নাশকে পাইবেন, অতএব আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক॥

এইরূপ ভূরি বচনের দ্বারা গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

যদ্যপি পুরাণ তন্ত্রাদিতে লক্ষ স্থানেও নাম রূপ বিশিষ্টকে উপাস্য করিয়া বর্ণন করেন, পরে কহেন যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারির মনঃস্থিরের নিমিত্ত কল্পনা মাত্র করাগেল, তবে ঐ পূর্ব্বের লক্ষ বচনের সিদ্ধান্ত পরের বচনে হয় কি না? আর যদি পুরাণ তন্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্মময় এই বিচারের দ্বারা নানা দেবতাকে এবং দেবতার বাহনকে এবং সকলকে আর অন্নাদি যাবদ্বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া পুনরায় কি জানি এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয় এনিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন যে বাস্তবিক নাম রূপ সকল জন্য এবং নশ্বর হয়েন, তবে তাবৎ পূর্ব্বের বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় কি না! যদি কহ কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহস্র সহস্র বার ব্রহ্ম কহিয়াছেন আর কাহাকেও কেবল দুই চারি স্থানে কহিয়াছেন অতএব যাঁহা-রদিগকে অনেক স্থানে ব্রহ্ম কহিয়াছেন তাঁহারাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন। উত্তর। যদি পুরাণাদিকে সত্য কহ তবে তাহাতে দুই চারি স্থানে যাহার বর্ণন আছে আর সহস্র স্থানে যাহার বর্ণন আছে সকলকেই সত্যরূপে মানিতে হইবেক, যেহেতু যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাহার সকল বাক্যেই বিশ্বাস করিতে হয়, অতএব পুরাণ তন্ত্রাদি আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই করিয়াছেন যাহাতে পরস্পর দোষ না হয়; কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত বাক্যে মনোযোগ না করিয়া মনোরঞ্জন বাক্যে মগ্ন হই। যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্রবিহিত বটে, এবং দেবতাদিগের উপাসনাও শাস্ত্র সম্মত হয়, কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসির কর্ত্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থের কর্ত্তব্য হয়, তাহার উত্তর। এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না, যেহেতু বেদে

এবং বেদান্তশাস্ত্রে আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থের আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে, তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

কৃৎস্নভাবাত্তুগৃহিণোপসংহারঃ।

বেদান্তসূত্রং॥

কর্ম্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে॥

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

মনুঃ॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন॥

ঋষিযজ্ঞংদেবযজ্ঞংভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞংপিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥ ২১॥

মনুঃ॥

ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞকে সর্ব্বদা যথাশক্তি গৃহস্থে ত্যাগ করিবেকনা॥

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥ ২২॥

মনুঃ॥

যেসকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন, তাঁহারা বাহ্যেতে কোন যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চযজ্ঞকে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানি গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয়দমন রূপ যে পঞ্চ যজ্ঞ তাহা করেন॥ ২২॥

বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণান্ প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা।
বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তোযজ্ঞনির্ব্বৃতিমক্ষয়াং॥ ২৩॥

মনুঃ॥

কোনকোন্ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞের স্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের

হবন করাকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফল দায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যেতে নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যখন বাক্য কহা যায় তখন নিশ্বাস থাকেনা যখন নিশ্বাসের ত্যাগ করা যায় তখন বাক্যথাকে না, এইহেতু কোন কোন গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলেরদ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে শ্বাস নিশ্বাস ত্যাগ আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন ॥ ২৩॥

জ্ঞানেনৈবাপরেবিপ্রাযজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃসদা ।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা॥ ২৪ ॥
মনুঃ॥

আর কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ শাস্ত্র বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা তাঁহারা জানিতেছেন যে পঞ্চযজ্ঞাদি সমুদায় ব্রহ্ম মূলক হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় যজ্ঞ সিদ্ধ হয়॥ ২৪ ॥

ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

ন্যায্যকর্ম্মদ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপার্জ্জন করেন, আর অতিথিসেবা-তে তৎপর হয়েন.এবং নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রত হয়েন. আর সর্ব্বদা সত্যবাক্য কহেন, এবং আত্মতত্ত্বধ্যানেতে আসক্ত হয়েন এমত ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমত নহে, কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরও মুক্তিহয়॥

অতএব স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি নিত্য নৈমিত্তি-কাদি কর্ম্মের যেমন বিধি আছে, সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অথবা কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনারও বিধি আছে, বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয় না এমত স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হইতেছে। যদি বল ব্রহ্ম অনির্ব্বচ-নীয় তাঁহার উপাসনা বেদ বেদান্ত এবং স্মৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে প্রধান যদি হইল, তবে এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে

এইৰূপ সাকার উপাসনা যাহাকে গৌণ কহিতেছ কেন পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন। ইহার উত্তর বিবেচনা করিলে আপনা হইতে উপস্থিত হইতে পারে, তাহার কারণ এই। পণ্ডিত সকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন তাঁহারদিগের অনেকেই বিশেষমতে আত্মনিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম্ম ৰূপে জানিয়া থাকেন, কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেস্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত, যাত্রা, মহোৎসব আছে, সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি, অতএব তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণ সর্ব্বদা বাহুল্যমতে করিয়া আসিতেছেন, এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শূদ্রাদি এবং বিষয় কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ তাঁহারদিগের মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয় অর্থাৎ আপনার উপমার ঈশ্বর আর আত্মবৎসেবার বিধি পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহারদিগের আহ্লাদ হইতে পারে। আর ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং নানা প্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়ম কর্ত্তাতে নিশ্চয় করিতে হয়, তাহা মনঃ এবং বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হয়; অতএব প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনারদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এইৰূপ নানা প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন। কিন্তু কোন লোককে স্বার্থপর জানিলে তাঁহার বাক্যে সুবোধ ব্যক্তিরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিশ্বাস করেন না, অতএব আপনারদিগের শাস্ত্র আছে পরমার্থ বিষয়ে কেন না বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করা যায়! এস্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথে-

ষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন, আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অতি উপকারী আর যাহার অত্যন্ত মূল্য হয়, তাহা গ্রহণ করিবার সময়ে শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না, আপনার বংশের পরম্পরা মতে কেহ বা আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য সেই রূপ গ্রহণ করেন, এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না, যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্র সম্মত এবং সত্য কাল অবধি শিষ্ট পরম্পরা সিদ্ধ হয়, কেবল অল্পকাল কোন কোন দেশে তাহার প্রচারের ক্রটি জন্মিয়াছে, আর সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, এবং হাস্য আমোদ জন্মে না, তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোক কহিয়া থাকেন যে পরম্পরা সিদ্ধ নহে কিরূপে ইহা করি? কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারে অন্যথা সামান্য লৌকিক প্রয়োজনীয় শত শত কর্ম্ম করেন, সে সময়ে তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্ব পরম্পরার নামও করেন না, যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্ব পরম্পরার বিপরীত, এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ইংরাজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরায় ছিল? কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্র বিহিত, আর পরম্পরা সিদ্ধ হয়?

ইংরাজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়েফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্ন পূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরাতে-পাওয়া যায়? আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতা সমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরা সিদ্ধ হয়? এই রূপ নানা প্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্ট পরম্পরা বিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভ সূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী, রটন্তী ইত্যাদি পূজা, আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ এ কোন্ পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল? তাহাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত আছে, যদ্যপি ও পরম্পরা সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্র বিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরা সিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরা ক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতি অল্প কাল কোন কোন দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে, তাহা কর্ত্তব্য কেন না হয়? শুনিতে পাই যে কোন কোন ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মোপাসক তবে শাস্ত্র প্রমাণ সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বোধ করিয়া পঙ্ক চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এসকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর? ইহার উত্তর। বশিষ্ঠ, পরাশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্ম নিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন, আর রাজনীতি, এবং গৃহস্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যোগবাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্ট আছে। অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্ম বিদ্যা স্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান দিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুন ব্রহ্ম

জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞান শূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ দেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন ।

বহির্ব্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদিসঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবম্বিহর রাঘব ॥
যোগবাশিষ্ঠঃ ॥

বাহেতে ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া আর বাহেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোক যাত্রা নির্ব্বাহ কর ॥

রামচন্দ্রও ঐ সকল উপদেশের অনুসারে আচরণ সর্ব্বদা করিয়াছেন । দ্বিতীয় উত্তর এই যে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে তুমি ব্রহ্ম জ্ঞানী শাস্ত্র প্রমাণ সকলকে ব্রহ্ম জানিয়া ও খাদ্যাখাদ্য পঙ্ক চন্দন আর শত্রু মিত্রের বিবেচনা কেন করহ ? সে ব্যক্তি যদি দেবীর উপাসক হয়েন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য, যে ভগবতীকে তুমি ব্রহ্মময়ী করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ,আর কহিতেছ ।

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে ॥
দেবীমাহাত্ম্যং ॥

তুমি সর্ব্বস্বরূপ এবং সকলের ঈশ্বরী হও ॥

তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতী জ্ঞান করিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রকে প্রভেদ করিয়া কেন জান ? সে ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হয়েন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তোমার বিশ্বাস এই যে

সর্ব্বং বিষ্ণুময়ংজগৎ ॥
যাবৎ সংসার বিষ্ণু ময় ॥
একাংশেন স্থিতো জগৎ ॥
গীতা ॥

আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যাপিয়া আছি ॥

তবে তুমি বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণুকে সর্ব্বত্র জানিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রের ভেদ কেন কর? এই রূপ সকল দেবতার উপাসকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর তাঁহারা দিবেন সেই উত্তর প্রায় আমারদিগের পক্ষে হইবেক। আর কোন কোন পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানি কহাও তাহার মত কি কর্ম্ম করিয়া থাক?. এ যথার্থ বটে যে যে রূপ কর্ত্তব্য এ ধর্ম্মের তাহা আমারদিগের হইতে হয় নাই, তাহাতে আমরা সর্ব্বদা সাপরাধ আছি। কিন্তু শাস্ত্রের ভরসা আছে।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥

গীতা॥

যে কোন ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থ রূপ যত্ন না করিতে পারেন তাঁহার ইহলোকে পাতিত্য পরলোকে নরকোৎপত্তি হয় না যেহেতু হে অর্জ্জুন শুভকারির কদাপি দুর্গতি জন্মে না॥

কিন্তু ঐ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ব্রাহ্মণের যে যে ধর্ম্ম প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার লক্ষাংশের একাংশও করেন কি না? বৈষ্ণবের শৈবের এবং শাক্তের যে যে ধর্ম্ম তাহার শতাংশের একাংশও বৈষ্ণবেরা শৈবেরা এবং শাক্তেরা করিয়া থাকেন কি না? যদি এ সকল বিনা ও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ বৈষ্ণব কেহ শৈব ইত্যাদি কহাইতেছেন, তবে আমারদিগকে সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়া এরূপ ব্যঙ্গ কেন করেন!

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনোবিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥
মহাভারতং॥

পরের ছিদ্র সর্ষপ মাত্র লোকে দেখেন, আপনার ছিদ্র বিল্ব মাত্র হইলেও দেখিয়াও দেখেন না॥

সকলের উচিত যে আপন আপন অনুষ্ঠান যত্ন পূর্ব্বক করেন, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান না করিলে উপাসনা যদি সিদ্ধ না হয়, তবে কাহারও উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহ কেহ কহেন যে বিধিবৎ চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার উত্তর এই যে শাস্ত্রে কহেন যথা বিধি চিত্ত শুদ্ধি হইলেই ব্রহ্ম জ্ঞানের ইচ্ছা হয়, অতএব ব্রহ্ম জ্ঞানের ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক, যে চিত্ত শুদ্ধি ইহার হইয়াছে; যেহেতু কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তবে সাধনা, অথবা সৎসঙ্গ, অথবা পূর্ব্ব সংস্কার, অথবা গুরুর প্রসাদ, ইহার মধ্যে কি কারণের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে, তাহা বিশেষ কি রূপে কহা যায়? অধিকন্তু যাঁহারা এমত প্রশ্ন করেন, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যে তন্ত্রে দীক্ষা প্রকরণে লিখিয়াছেন।

শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণাক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ॥
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা॥
তন্ত্রং॥

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয়, এবং বিনয়ী হয়, সর্ব্বদা শুচি হয়, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, আর ধারণাতে পটু, শক্তিমান্, আচারাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট, সুন্দর বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সংযত হয়, সেই ব্যক্তিই দীক্ষার অধিকারী হয়॥

কিন্তু শিষ্যকে তাঁহারা এই রূপ অধিকারি দেখিয়া মন্ত্র

দিয়া থাকেন কি না ? যদি আপনারা অধিকারি বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না করেন, তবে অন্যের প্রতি কিঁ বিচারে তাঁহারদিগের এ প্রশ্ন শোভা পায় ? ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ প্রায় তিন প্রকারে হয়, এক এই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ পরে পরে হইয়া উঠে, দ্বিতীয় নাস্তিক সুতরাং কর্ম্ম করে না, তৃতীয় কৃতাকৃত শাস্ত্রজ্ঞান রহিত, যেমন অন্ত্যজ জাতি তাহারা শাস্ত্রের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কোন কর্ম্ম করে না। বেদান্তশাস্ত্রের ভাষা বিবরণে কিম্বা ইহার ভূমিকাতে কোন স্থানে এমত লেখা নাই, যে নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে অবহেলা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক। যদি কোন ব্যক্তি নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে বিমুখ হইযা এবং আলস্য প্রযুক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করে তবে তাহার নিমিত্তে বেদান্তের ভাষা বিবরণের অপরাধ মহৎ ব্যক্তিরা দিবেন না, যেহেতু তাঁহারা দেখিতেছেন, যে ভাষা বিবরণের পূর্ব্বে এরূপ কর্ম্ম ত্যাগি লোক সকল ছিল। বেদান্তের ভাষা বিবরণে অশাস্ত্র কোন স্থানে লেখা থাকে তবে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, এবং অশাস্ত্র প্রমাণ হইলে দোষ দিতে পারেন। তবে দ্বেষ মৎসরতা গ্রস্ত হইয়া নিন্দা করিলে ইহার উপায় নাই। হে পরমাত্মন্ আমারদিগকে দ্বেষ মৎসরতা অসূয়া এবং পক্ষপাত এসকল পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া যথার্থ জ্ঞানে প্রেরণ কর।

একমেবাদ্বিতীয়ং

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত

মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণের

ভূমিকার চূর্ণক

২১ পৌষ ১৭৬৫ শক

কলিকাতা

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল ॥

ওঁতৎসৎ

পূর্ব্বের অথবা সংপ্রতিকের পুণ্যের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ব্রহ্ম তত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার কর্ত্তব্য এইযে বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন, এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া যে এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ কারণ বিনা জগতের এরূপ নানা প্রকার আশ্চর্য্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না তাহা জানেন। এবং সেই পরম কারণ যে পরব্রহ্ম তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করেন। পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা রূপে কেবল বোধ গম্য হয়েন, ইহা বেদান্তে কহেন।

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥
তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ॥

যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম হয়েন॥

এই রূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবেক, যে এই নাম রূপময় জগৎ কেবল সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

তিনি আছেন, এই মাত্র জানা যায়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জানা যায় না। যেমন এই শরীরে জীব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন, ইহাতে সকলের বিশ্বাস আছে, কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয়, ইহা কেহ জানে না, সেই প্রকারে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বব্যাপি অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না। পরমেশ্বরের স্বরূপ কোন মতেই জানা যায় না, ইহা সকল উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন।

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ।

যে ব্রহ্মের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হয়েন।

যন্মনসা ন মনুতে য়েনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বংবিদ্ধি নেদংযদিদমুপাসতে ॥
তলবকারশ্রুতিঃ ॥

যাঁহার স্বরূপকে মনঃ আর বুদ্ধি দ্বারা লোকে সংকল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারে না আর যিনি মনঃ আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিমিত যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে।

মরণান্তে এই রূপ জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্যত্র গমন না করিয়া উপাধি হইতে সর্ব্ব প্রকারে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

ন তস্য প্রাণাউৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥
ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ ॥

এই জ্ঞানির জীব ইন্দ্রিয় সহিত শরীর হইতে নিঃসৃত হয়েন না ইহ লোকেই মৃত্যুর পরে ব্রহ্মেতে লীন হয়েন ॥

যে ব্যক্তির ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোন এক

অবলম্বন বিনা কেবল বেদান্তের শ্রবণ মননের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্ব গত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন। তাহাতে সকল অবলম্বনের মধ্যে প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ হয়। অতএব ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রথমাবস্থায় ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার বিধি সর্ব্বত্র উপনিষদে আছে।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমিত্যাদি ॥
কঠশ্রুতিঃ ॥

ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ হয়।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ ॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥

প্রণবকে ধনুঃ করিয়া আর জীবাত্মাকে শর করিয়া আর পরব্রহ্মকে লক্ষ করিয়া কহিয়াছেন, অতএব প্রমাদ শূন্য চিত্তের দ্বারা ঐ লক্ষ স্বরূপ পর ব্রহ্মেতে শর স্বরূপ জীবাত্মাকে বিদ্ধ করিয়া শরের ন্যায় লক্ষের সহিত মিলিত হইবেক অর্থাৎ প্রণবের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমে জীবকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করিবেক ॥

ক্ষরন্তি সর্ব্বাবৈদিক্যোজুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ।
অক্ষরং ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ ॥
মনুঃ ॥

বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাজন সকলই স্বভাবতঃ এবং ফলতঃ নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতেরপতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না ॥

ওঁ তৎসদিতিনির্দ্দেশোব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃপুরা ॥
গীতাস্মৃতিঃ ॥

ওঁকার আর তৎ এবং সৎ এই তিন প্রকার শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে সৃষ্টির প্রথমে ঐ তিন প্রকারে যে পরমাত্মার নির্দ্দেশ হয় তিনি ব্রাহ্মণ সকলকে বেদ সকলকে ও যজ্ঞ সকলকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ।

বিশেষতঃ মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে দুর্ব্বলাধিকারি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাহা বিস্তার ও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন। এই উপনিষদের তাৎপর্য্য এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন,সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ যে এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মা,তিনি প্রণবের প্রতিপাদ্য হয়েন । অতএব কেবল ওঁকারের অর্থ যে চৈতন্য মাত্র পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্য যেহেতু বেদান্তে পাওয়া যাইতেছে যে " আত্মা বা অরে শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ " ।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥
উপাসনাতে অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ করিবেক ।

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎব্রাহ্মণোনাত্র সংশয়ঃ ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রোব্রাহ্মণউচ্যতে ॥
মনুঃ ॥

প্রণব জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই,অন্য বৈদিক কর্ম্মকে করুন অথবা না করুন তাহাতে দোষ হয় না, যেহেতু ঐজপ কর্ত্তা ব্যক্তি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয়েন ইহা বেদে কহেন ॥

যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে সেৰূপ নিয়ম সকল আত্মোপাসনায় নাই ।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

যে কোন দেশে যে কোন কালে মনের স্থিরতা হয় তথায় উপাসনা করিবেক যেহেতু কর্ম্মের ন্যায় আত্মোপাসনাতে দেশ কাল দিক্ এসকলের নিয়ম নাই ॥

ব্রহ্মোপাসক সর্ব্বদা কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির দমনে যত্ন করিবেন এবং নিন্দা অসূয়া ঈর্ষা ইত্যাদি যে সকল মানস পীড়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা সর্ব্বদা করিবেন।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

জ্ঞান সাধন করিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, জ্ঞান সাধনের সময় শম দমাদি বিশিষ্ট হইবেক, যেহেতু জ্ঞান সাধনের প্রতি শম দমাদিকে অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন । অতএব শম দমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য ॥

শম অন্তরিন্দ্রিয়ের দমনকে কহি। দম বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে কহি। সূত্রে যে আদি শব্দ আছে তাহার তাৎপর্য্য উপরতি তিতিক্ষা সমাধান এই তিন হয়। জ্ঞান সাধনের কালে বিহিত কর্ম্মের ত্যাগকে উপরতি কহা যায় । তিতিক্ষা শব্দে সহিষ্ণুতাকে কহি। আলস্য ও প্রমাদকে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি বৃত্তিতে পরমাত্মার চিন্তন করাকে সমাধান কহি। ভগবান্ মনু ও এইৰূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহকে আত্ম জ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসেচ যত্নবান্ ॥
মনুঃ ॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরমাত্মোপাসনাতে আর ইন্দ্রিয় নিগ্রহেতে আর প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসেতে যত্ন করিবেক ॥

যাহা জ্ঞান সাধনের পূর্ব্বে ও জ্ঞান সাধনের সময় অত্যাবশ্যক এবং যাহা ব্যতিরেকে জ্ঞান সাধন হয় না তাহা উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিতেছেন ।

সত্যমায়তনং ॥
কেনশ্রুতিঃ ।

জ্ঞানের আলয় সত্য হইয়াছেন অর্থাৎ সত্য বিনা উপনিষদের অর্থ স্ফূর্ত্তি হয় না ॥

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং ।
অশ্বমেধসহস্রাত্তু সত্যমেকং বিশিষ্যতে ॥
মহাভারতং ॥

এক সহস্র অশ্বমেধ আর এক সত্য এদুয়ের মধ্যে কে ন্যূন কে অধিক ইহা বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাতে এক সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা এক সত্য গুরুতর হইলেন ॥

অতএব ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি সত্য বাক্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা করিবেন । ব্রহ্মোপাসকেরা এক সর্ব্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কাহা হইতেও কদাপি ভয় রাখিবেন না ।

আনন্দংব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ॥

আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলে কাহা হইতেও ভীত হয়েন না ॥

যোব্রহ্মাণংবিদধাতি পূর্ব্বংযোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ।
তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥
শ্বেতাশ্বতরঃ ॥

যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার অন্তঃকরণে যিনি সকল বেদার্থকে প্রকাশিত করিয়াছেন সেই প্রকাশ রূপ সকলের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা পর ব্রহ্মের শরণাপন্ন হই, যেহেতু আমি মুক্তির প্রার্থনা করি।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং।
সকারণং করণাধিপাধিপোন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥
শ্বেতাশ্বতরঃ॥

পরব্রহ্মের পালন কর্ত্তা এবং তাঁহার শাসন কর্ত্তা অন্য কেহ নাই ও তাঁহার শরীর এবং ইন্দ্রিয় নাই তিনি বিশ্বের কারণ এবং জীবের অধিপতি হয়েন আর তাঁহার কেহ জনক এবং প্রভু নাই।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥
শ্বেতাশ্বতরঃ॥

যত ঈশ্বর আছেন তাঁহারদিগের পরম মহেশ্বর সেই পরমাত্মা হয়েন আর যত দেবতা আছেন তাঁহারদিগের তিনি পরম দেবতা হয়েন আর যত প্রভু আছেন তাঁহারদিগের তিনি প্রভু আর সকল উত্তমের তিনি উত্তম হয়েন। অতএব সেই জগতের ঈশ্বর ও সকলের স্তবনীয় প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি॥

বর্ণাশ্রমাচার বিনাও জ্ঞানের সাধন হইতে পারে।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ॥
বেদান্তসূত্রং॥

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রহিত ব্যক্তিরও ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনে অধিকার আছে রৈক্য বাচক্নবী প্রভৃতি যাঁহারা অনাশ্রমি ছিলেন তাঁহারদিগের ও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে এমত বেদে দেখা যাইতেছে।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥
গীতা॥

বর্ণাশ্রম বিহিত সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোকাকুল হইও না॥

এই গীতার বচনের দ্বারা ও ইহা নিষ্পন্ন হইতেছে যে উপাসনাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিতান্ত অপেক্ষা নাই তথাপি বর্ণাশ্রমাচার ত্যাগী যে উপাসক তাহা হইতে বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট উপাসক শ্রেষ্ঠ হয়।

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

আশ্রম ত্যাগ হইতে আশ্রমেতে স্থিতি শ্রেষ্ঠ হয়. যেহেতু আশ্রমির শীঘ্র জ্ঞানোৎপত্তি হয় এমত শ্রুতিতে কহিয়াছেন।

যে কোন ব্যক্তি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্য মাত্র সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা তাঁহাকে নিরবলম্বে অথবা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা চিন্তন করেন সেই ব্যক্তির নাম রূপ বিশিষ্ট অন্যকে পরমাত্মা বোধ করিয়া আরাধনা সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য।

ন প্রতীকেন হি সঃ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

বিকার ভূত যে নাম রূপ তাহাতে পরমাত্মার বোধ করিবেক না যেহেতু এক নাম রূপ অন্য নাম রূপের আত্মা হইতে পারে না ॥

আত্মেত্যেবোপাসীত ॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥

কেবল আত্মারই উপাসনা করিবেক।

আত্মানমেব লোকমুপাসীত ॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥

জ্ঞান স্বরূপ আত্মারই উপাসনা করিবেক ॥

তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মাহ্যেষাং স ভবতি যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেবংস দেবানাং ॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥

ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদিগেরও আরাধ্য হয় আর যে কোন ব্যক্তি আত্মা

স্তিন্ন অন্য কোন দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য আমি অন্য হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদিগের পশু মাত্র হয় ॥

নাম রূপ বিশিষ্টকে ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন যেখানে দেখিবেন সেই বর্ণনকে কল্পনা মাত্র জানিবেন।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

আদিত্যাদি যাবৎ নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে আদিত্যাদির কল্পনা করিবেক না যেহেতু আদিত্যাদি যাবৎনাম রূপ হইতে সদ্রূপ পরব্রহ্ম উৎকৃষ্ট হয়েন যেমন লোকেতে আরোপিত করিয়া রাজার দাস বর্গে রাজ বুদ্ধি করিতে পারে কিন্তু রাজাতে দাস বুদ্ধি করিবেক না।

নাম রূপ উপাধি বিশিষ্টের উপাসনা করিয়া নিরুপাধি হইবার বাসনা কদাপি করিবেন না যেহেতু আত্মজ্ঞান বিনা নিরুপাধি হইবার অন্য কোন উপায় নাই।

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

অবয়বের উপাসক ভিন্ন যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহার দিগকে অমানব পুরুষ ব্রহ্ম লোকে লইয়া যান ইহা বেদব্যাস কহেন যেহেতু দেবতাদিগের উপাসক আপন আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন আর ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্ম লোক গতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥

অসূর্য্যানাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥
বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ ॥

পরমাত্মার অপেক্ষা করিয়া দেবাদি ও সকল অসুর হয়েন তাঁহার দিগের লোককে অসূর্য্য লোক কহি সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে সেই সকল লোককে আত্মঘাতি অর্থাৎ আত্ম জ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম করিলে উত্তম লোককে পায়েন আর অশুভ কর্ম্ম করিলে

অধম লোককে পায়েন এই রূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না॥

যত্র নান্যৎপশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি সভূমা
যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যোবৈ ভূমা
তদমৃতংঅথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যংভূমাত্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥

ছান্দোগ্যঃ॥

যে ব্রহ্ম তত্ত্বে দর্শন যোগ্য এবং শ্রবণ যোগ্য ও জ্ঞানগম্য কোন বস্তু নাই তিনিই সর্ব্ব ব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা হয়েন আর যাহাকে দেখা যায় ও শুনা যায় ও জানা যায় সে পরিমিত অতএব সে অল্প সুতরাং সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নহে এই নিমিত্ত যিনি অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা তিনি অবিনাশী আর যে পরিমিত সে বিনাশী অতএব কেবল অপরিচ্ছিন্ন অবিনাশি পরমাত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

ইহ চেদবেদীদথসত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ॥

তলবকারশ্রুতিঃ॥

এই মনুষ্য দেহেতে ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তাহার ইহ লোকে প্রার্থনীয় সুখ আর পরলোকে মোক্ষ এই দুই সত্য হয় আর এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে যে না জানে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়।

যে কোন বস্তু চক্ষুর্গোচর হয় সে অনিত্য এবং অস্থায়ী ও পরিমিত অতএব পরমাত্মা রূপ বিশিষ্ট হইয়া চক্ষুর্গোচর হয়েন এমত অপবাদ পরমেশ্বরকে দিবেন না, তাঁহার জন্ম হইয়াছে এমত অপবাদ ও দিবেন না, তাঁহার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আছে এবং তিনি স্ত্রী সংগ্রহ ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করেন এমত অপবাদ ও দিবেন না।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং॥

শ্বেতাশ্বতরঃ॥

অবয়ব শূন্য ব্যাপার রহিত রাগ দ্বেষ শূন্য নিন্দা রহিত এবং উপাধি শূন্য পরমেশ্বর হয়েন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ॥

কঠোপনিষৎ॥

পরব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এ সব গুণ নাই তিনি হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য নিত্য হয়েন ॥

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ।

ছান্দোগ্যঃ।

নাম রূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন ॥

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥

বেদান্ত সূত্রং ॥

ব্রহ্ম কোন প্রকারে রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয় ।

প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রহ্ম জ্ঞানিরা করিবেন না ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি ॥

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ ॥

সেই পরমেশ্বরের প্রতিমা নাই ।

সযোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ ॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা ভিন্নকে প্রিয় কহিয়া উপাসনা করে তাহার প্রতি আত্মোপাসক কহিবেন যে তুমি পরমাত্মা ভিন্ন অন্যকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা করিতেছ অতএব তুমি বিনাশকে পাইবে যেহেতু এরূপ উপদেশ করিতে ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি সমর্থ হয়েন অতএব উপদেশ দিবেন ॥

যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং ॥
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥

শ্রীভাগবতং ॥

সর্ব্ব ভূত ব্যাপী আত্মার স্বরূপ ঈশ্বর যে আমি আমাকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমাতে পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে ।

যে স্থলে সোপাধি উপাসনার বিধান আছে তাহাকে অপরা বিদ্যা করিয়া জানিবেন।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদোবদন্তি পরাচৈ-বাপরা চ তত্রাপরাঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমিত্যাদি ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

বিদ্যা দুই প্রকার হয় জানিবে ব্রহ্মজ্ঞানিরা কহেন এক পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা হয় তাহার মধ্যে ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ আর জ্যোতিষ এসকল অপরা বিদ্যা হয়, আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা অক্ষর অদৃশ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানা যায় ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃতৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥

কঠবল্লী ॥

শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ঃ মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন। এই দুই কে প্রাপ্ত হইয়া ইহার মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা ধীর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে আশ্রয় করেন, আর মন্দ ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রেয়কে অবলম্বন করেন ॥

শাস্ত্রে কহিয়াছেন “ অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ ” অধিকারি প্রভেদেতে শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্ম তত্ত্বে কোন মতে প্রীতি নাই এবং যে সর্ব্বদা অনাচারে রত হয় তাহাকে অঘোর পথের আদেশ করেন তদনুসারে সেই ব্যক্তি কহে যে, “ অঘোরান্নপরোমন্ত্রঃ ” অঘোর মন্ত্রের পর আর নাই। আর যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে বিমুখ এবং পানাদিতে রত তাহার প্রতি বামাচারের আদেশ করেন এবং সে কহে যে, “ অলিনা বিন্দুমাত্রেণ ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ ” বিন্দুমাত্র মদিরার দ্বারা তিন কোটি কুলের উদ্ধার হয়। আর যে ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রী সুখাদি বিষয়ে

সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয় তাহার প্রতি স্ত্রী পুরুষের ক্রীড়া ঘটিত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে যে, “ বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ ইত্যাদি। ” যে ব্যক্তি ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে এবং বর্ণন করে সে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরম ভক্তি হইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্ত হয়। আর যাহার হিংসাদি কর্ম্মেতে মতি হয় তাহার প্রতি ছাগাদি বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন, এবং সে কহে যে “ স্বমেকমেকমুদরা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা ইত্যাদি। ” মেষের রুধির দান করিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত ভগবতী প্রীতা হয়েন।

এ সকল বিধির তাৎপর্য্য এই যে আত্মতত্ত্ব বিমুখব্যক্তি সকল যাহারদিগের স্বভাবতঃ অশুচি ভক্ষণে মদিরা পানে স্ত্রী পুরুষ ঘটিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয় তাহারা নাস্তিক রূপে এসকল গর্হিত কর্ম্ম না করিয়া পূর্ব্ব লিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে এ সকল কর্ম্ম যেন করে, যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইলে জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয় নতুবা যথা রুচি আহার বিহার হিংসা ইত্যাদির সহিত পরমার্থ সাধনের কি সম্পর্ক আছে ?

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃপার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃস্বর্গপরাজন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাংভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥
গীতা ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি সকল বেদের ফল শ্রুতি বাক্যে রত হইয়া আপাততঃ প্রিয়কারী যে ঐ ফল শ্রুতি বাক্য তাহাকেই পরমার্থ সাধক করিয়া কহেন আর কহেন যে ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই, ঐ সকল কাম নাতে আকুলিত চিত্ত ব্যক্তিরা দেবতার স্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরম পুরুষার্থ করিয়া জানেন আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রদান করে এবং ভোগ ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখায় এমত রূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য আছে এমত বাক্য সকলকে পরমার্থ সাধন কহেন, অতএব ভোগ ঐশ্বর্য্যেতে আসক্ত চিত্ত এমত রূপ ব্যক্তি সকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না, আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল আহার বিহার ও হিংসা ইত্যাদির উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্তের সময় অঙ্গীকার করেন যে আত্ম জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে উপদেশ সে কেবল লোক রঞ্জন মাত্র ॥

তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম্ম লোকরঞ্জনকারণং ।
মোক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি ॥
কুলার্ণবং ॥

অতএব এ সকল কর্ম্ম লোক রঞ্জনের কারণ হয় কিন্তু হে দেবি মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে ॥

আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং ॥

যাঁহারা আহার নিয়মের দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করেন কিম্বা যাঁহারা যথেষ্ট আহার দ্বারা শরীরকে পুষ্ট করেন তাঁহারা যদি ব্রহ্ম জ্ঞান হইতে বিমুখ হয়েন তবে কি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন ? অর্থাৎ তাঁহারদিগের কদাপি নিষ্কৃতি হয় না ।

গৃহস্থ যে ব্রহ্মোপাসক তাঁহারদিগের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে জ্ঞানোপদেশ করেন এবং জ্ঞানির নিকট যাইয়া জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন ।

আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষে ণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্য-

ন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স্বধর্ম্মেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিস-
ম্পদ্যতে নচ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ॥

গুরু শুশ্রূষা করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিবেক সেই কালে যথাবিধি নিয়ম পূর্ব্বক আচার্য্যের নিকটে অর্থ সহিত বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিবেক পরে গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যাদিকে জ্ঞানোপদেশ করিতে থাকিবেক, এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া আবশ্যকতা ব্যতিরেকে হিংসা করিবেক না এইপ্রকারে মৃত্যু পর্য্যন্ত এইরূপ কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি পূর্ব্বক পর ব্রহ্মেতে লীন হয় তাহার পুনর্ব্বার জন্ম হয় না॥

শৌনকোহ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃপপ্রচ্ছ
কস্মিন্নু ভগবোবিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

মহা গৃহস্থ যে শৌনক তিনি ভরদ্বাজের শিষ্য যে অঙ্গিরা মুনি তাঁহার নিকটে বিধিপূর্ব্বক গমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন যে কাহাকে জানিলে হে ভগবান্ সকলকে জানা যায় ।

এই রূপ ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে অনেক আখ্যায়িকাতে পাইবেন, যে ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থ সকল অন্য হইতে উপদেশ লইয়াছেন, এবং অন্যকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

গীতা ॥

হে অর্জ্জুন সেই জ্ঞানকে তুমি জ্ঞানির নিকটে যাইয়া প্রণিপাত এবং প্রশ্ন ও সেবার দ্বারা জানিবে সেই তত্ত্বদর্শি জ্ঞানি সকল তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ করিবেন ।

ব্রহ্মকে আমি জানিব এই ইচ্ছা যখন ব্যক্তির হইবেক. তখন নিশ্চয় জানিবেন যে সাধন চতুষ্টয় সে ব্যক্তির ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্ব জন্মে অবশ্যই হইয়াছে।

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে যে জন্মে সাধন চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করে সেই জন্মেতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় আর যদি প্রতিবন্ধক থাকে তবে জন্মান্তরে জ্ঞান হয় যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে গর্ভস্থিত বামনদেবের জ্ঞান জন্মিয়াছে আর গর্ভস্থিত ব্যক্তির সাধন চতুষ্টয় পূর্ব্বজন্ম ব্যতিরেকে ইহ জন্মে সম্ভাবিত নহে।

জ্ঞান দাতা গুরুতে অতিশয় শ্রদ্ধা রাখিবেন কিন্তু শাস্ত্রে কাহাকে গুরু কহেন তাহা আদৌ জানা কর্ত্তব্য হয় যেহেতু প্রথমতঃ স্বর্ণ না জানিলে স্বর্ণের যত্ন করিতে কহা বৃথা হয়।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ

শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ।

মুণ্ডকোপনিষদ্ ॥

জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত বিধি পূর্ব্বক বেদ-জ্ঞাতা ব্রহ্মজ্ঞানি গুরুর নিকটে যাইবেক।

এবং গুরুর প্রণাম মন্ত্রেই গুরু কি রূপ হয়েন তাহা ব্যক্তই আছে তাহাতে মনোযোগ করিবেন।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তংযেন চরাচরং।

তৎপদংদর্শিতংযেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বিভাগ রহিত চরাচর ব্যাপী যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহাকে যিনি উপদেশ করিয়াছেন সেই গুরুকে প্রণাম করি।

কিন্তু চরাচরের একদেশস্থ আকাশের অন্তর্গত পরিমিতকে যিনি উপদেশ করেন তাঁহাতে ঐ লক্ষণ যায় কি না ইহা কেন না বিবেচনা করেন ?

গুরবোবহবঃসন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ ।

দুর্লভঃসদ্গুরুর্দ্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥

তন্ত্রং ॥

শিষ্যের বিত্তকে হরণ করেন এমত গুরু অনেক আছেন কিন্তু এমত গুরু দুর্লভ যিনি শিষ্যের সন্তাপ অর্থাৎঅজ্ঞানতাকে দূর করেন।

ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিরা জ্ঞান সাধনের সময় এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইলে পরে ও লৌকিক তাবৎ ব্যাপারকে যথা বিহিত নিষ্পন্ন করিবেন। গুরুলোকের তুষ্টি এবং আত্ম রক্ষা ও পরোপকার যথা সাধ্য করিবেন। ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া যাহাতে আপনার ও পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে এমত যত্ন সর্ব্বদা করিবেন কিন্তু অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জানিবেন যে এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকল কেবল সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

বহির্ব্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদিসংকল্পবর্জ্জিতঃ ।
কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবংবিহর রাঘব ॥
যোগবাশিষ্ঠঃ ॥

বাহেতে ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সংকল্প বর্জ্জিত হইয়া আর বাহেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করহ ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক ।

৯ বৈশাখ ১৭৬৬ শক

কলিকাতা

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল ॥

ওঁতৎসৎ

ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লেখেন যে এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমত কেহ যেন মনে না করেন কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেবল এই নিমিত্তে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সঙ্ক্ষেপে লেখা গেল, এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্তচন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা আমারদিগের হইতেছে যে যে ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের মত পূর্ব্ব হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তিনি বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন স্বতরাং দেখিবেন যে বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদির উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে পরে " অশ্বচিকিৎসা " " গোপের শ্বশুরালয় গমন " " ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ " " চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং" " হাটারি বাজারি কথানয় " " রোজা নমাজ " ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্য কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ইহাতে ঐ পাঠ কর্ত্তার চিত্তে সন্দেহ হইতে পারে যে সে বেদান্ত কেমন পরমার্থ শাস্ত্র যাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য লেখা দেখিতেছি, যে গ্রন্থের সঙ্ক্ষেপে চন্দ্রিকা এই

রূপ হয় তাহার মূলগ্রন্থ বা কি প্রকার হইবেক? কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি সুবোধ হয়েন তবে অবশ্যই বিবেচনা করি-বেন যে প্রসিদ্ধ রূপে শুনা যায় বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ এইযে কীট পর্য্যন্তকেও ঘৃণা করিবেক না কিন্তু এবেদান্ত চন্দ্রিকাতে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে অতএব তিনি বেদান্তে অশ্রদ্ধা না করিয়া চন্দ্রিকাতেই অপ্রামাণ্য করিবেন।

আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টা-চার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্য কথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ি হই, অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধি রহিলাম।

বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকা প্রভৃতিতে আমরা যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহাকে ভট্টাচার্য্য আপনার বেদান্তচন্দ্রিকার স্থানে স্থানে অঙ্গীকার করিয়া এবং ব্রহ্মকে এক ও বিশেষ রহিত বিশ্বাত্মা ও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান নির্ব্বাণ মুক্তির প্রতি কারণ এবং ব্রহ্মাদি দুর্গাদি ও যাবৎ নাম রূপ চরাচর কেবল ভ্রম মাত্র কহিয়া এখন আপনার পূর্ব্ব লিখিত বাক্যের বিরুদ্ধ এবং বেদান্তাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের ও বেদ সম্মত যুক্তির বিরুদ্ধ যাহা কেবল আপনার-দিগের লৌকিক লাভের রক্ষার নিমিত্ত লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ লিখিতেছি। ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে লিখেন যে পরমাত্মার দেহ আছে। পরমাত্মাকে দেহ বিশিষ্ট বলা

প্রথমতঃ সকল বেদকে তুচ্ছ করা হয়। তাহার কারণ এই বেদান্ত সূত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ॥

বেদান্তসূত্রং॥

ব্রহ্ম কোন মতে রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয়॥

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম॥

বেদান্তসূত্রং॥

ব্রহ্ম নাম রূপের ভিন্ন হয়েন॥

আহ হি তন্মাত্রং॥

বেদান্তসূত্রং॥

বেদেতে ব্রহ্মকে চৈতন্য মাত্র করিয়া কহিয়াছেন॥

সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি।

কঠোপনিষৎ॥

সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ॥

তলবকারোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত এই দৃঢ় করিয়া বারম্বার কহিয়াছেন যে বাক্য মনঃ চক্ষুঃ ইত্যাদির অগোচর যিনি তিনিই ব্রহ্ম হয়েন, উপাধি বিশিষ্ট যাহাকে লোকে উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তলবকার উপনিষদের ভাষ্যেতে চতুর্থ মন্ত্রের অবতরণিকাতে স্পষ্টই কহিয়াছেন যে লোক প্রসিদ্ধ বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্য মাত্র হয়েন। ব্রহ্ম রূপ বিশিষ্ট কদাপি নহেন ইহাতে বেদের এবং বেদান্ত সূত্রের এবং ভাষ্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রমাণ লেখা গেল ইহার কারণ এই, ভট্টাচার্য্য বেদ

শাস্ত্রে ও ব্যাসাদি মুনিদিগের বাক্যে ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বাক্যে প্রামাণ্য রাখেন এমত তাঁহার লিপির স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মকে রূপ বিশিষ্ট কহা সর্ব্বথা বেদ সম্মত যুক্তিরও বিরুদ্ধ, কারণ যখন মূর্ত্তি স্বীকার কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে করিবে সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয় তথাপি আকাশের মধ্য গত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্ব ব্যাপী হয়েন কোন মতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন। ভট্টাচার্য্য যদি কহেন ব্রহ্ম বস্তুতঃ অমূর্ত্তি বটেন কিন্তু তাঁহার সর্ব্ব শক্তি আছে, অতএব তিনি আপনাকে সমূর্ত্তি করিতে পারেন। ইহার উত্তর এই জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্ বটেন কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব সে ব্রহ্ম নহে অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্ হয়েন আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন এই নিমিত্তেই স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারেন না যেহেতু সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক। যদি ভট্টাচার্য্য বলেন যে ব্রহ্ম যদি সমূর্ত্তি হইতে না পারেন তবে জগদাকারে কি রূপে তিনি দৃশ্যমান হইতেছেন। ইহার উত্তর বেদান্ত শাস্ত্রেই আছে যে যাবৎ নাম রূপময় মিথ্যা জগৎ সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প

সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্য রূপে প্রকাশ পায় বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয় এমত নহে সেই রূপ সত্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি মিথ্যা রূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চ স্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্ম মায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কি রূপে এখানকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশ যোগ্য মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মনঃ সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয় তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু সেই চক্ষুর গোচর যোগ্য করিয়া কহেন?

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥
গীতা॥

অতএব পূর্ব্ব লিখিত শ্রুতি সকলের প্রমাণে এবং বেদান্ত সূত্রের প্রমাণে এবং প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যুক্তিতে এবং শ্রুতি সম্মত অনুমানেতে যাহা সিদ্ধ তাহার অন্যথা কহিলে যে ব্যক্তির বেদে শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর দর্শনাধীন অনুমান করিবার ক্ষমতাও আছে সে কেন গ্রাহ্য করিবেক ?

বেদান্তচন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য্য কহেন যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মূর্ত্তিতেই কর্ত্তব্য। এসর্ব্বথা বেদান্ত বিরুদ্ধ

এবং যুক্তি বিরুদ্ধ হয় যেহেতু বস্তুকে সগুণ করিয়া মানিলে সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে হয় এমত নহে, যেমন এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ স্বীকার করা যায় অথচ তাহার আকারের স্বীকার কেহ করেন না সেই রূপ পরব্রহ্ম বিশেষ রহিত অনির্ব্বচনীয় হয়েন। বাঙ্ময় শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না কিন্তু ভ্রমাত্মক জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্মকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বেদে কহেন।

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি ॥

যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে আর জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করে মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব যাঁহাতে লীন হয় তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম হয়েন ॥

ভগবান্ বেদব্যাসও এই রূপ বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ কহাতে সাকার কহা হয় এমত নহে। বস্তুতঃ অন্য অন্য সূত্রে এবং নানা শ্রুতিতে তাঁহার সগুণ রূপে বর্ণনের অপবাদকে দূর করিবার নিমিত্তে কহেন যে ব্রহ্মের কোন প্রকারে দ্বিতীয় নাই, কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না, তবে যে তাঁহাকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহা যায় সেকেবল প্রথমাধিকারির বোধের নিমিত্ত।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥

শ্রুতিঃ ॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবর্ত্ত হয়েন ॥

দর্শয়তি চাথোহ্যপি চ স্মর্য্যতে ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হয়েন ইহা অথ অবধি করিয়া বেদে দেখাইতেছেন স্মৃতিও এইরূপ কহেন ॥

অতএব বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সর্ব্বদা নির্ব্বিশেষ দ্বিতীয় শূন্য হয়েন এই রূপ জ্ঞান মাত্র মুক্তির কারণ হয় ।

বেদান্তচন্দ্রিকার অন্য অন্য স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না যেহেতু উপাসনা ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয় অতএব সাকার দেবতারই উপাসনা হইতে পারে যেহেতু সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান । উত্তর । দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের হানি নাই কিন্তু উপাসনা মাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহির্মুখ করিবার চেষ্টা করেন ইহাতে আমারদিগের আর অনেকের সুতরাং হানি আছে যেহেতু ব্রহ্মের উপাসনাই মুখ্য হয়, তদ্ভিন্ন মুক্তির কোন উপায় নাই । জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নাম রূপ ময় জগৎ মিথ্যা হয়, ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণ মননের দ্বারা বহু কালে বহু যত্নে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য এইমত বেদান্ত সিদ্ধ যথার্থ জ্ঞান রূপ আত্মোপাসনা, তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক লিখিয়াছেন ।

অসুর্য্যানাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥

শ্রুতিঃ ॥

আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অসুর হয়েন তাঁহারদিগের

লোককে অসূর্য্য লোক অর্থাৎ অসুরলোক কহি সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে ঐ সকল লোককে আত্ম জ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল সৎকর্ম্ম অসৎ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন ॥

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ ॥

এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি হয় ॥

এবং আত্মোপাসনার ভূরি বিধি শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে ।

আত্মা বা অরে দ্রুষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ ।
শ্রুতিঃ ॥

আত্মৈবোপাসীত ॥
শ্রুতিঃ ॥

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

ইত্যাদি বেদান্ত সূত্রে আত্মার শ্রবণ মননে পুনঃ পুনঃ বিধি দেখিতেছি । এই সকল বিধির উল্লঙ্ঘন করিলে এবং লৌকিক লাভার্থী হইয়া এসকল বিধির অন্যথা প্রেরণা লোককে করিলে পাপভাগী হইতে হয় ইহা কোন্ ভট্টাচার্য্য না জানেন ? কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন সেরূপ উপাসনা সুতরাং পরমাত্মার হইতে পারে না যে কাল্পনিক উপাসনাতে উপাসকের কখন মনেতে কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই উপাস্যের ভোজন শয়নাদির উদ্‌যোগ করিতে এবং তাহার জন্মাদি তিথিতেও বিবাহ দিবসে উৎসব করিতে এবং তাহার প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করাইতে হয় ।

ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে কোথায় স্পষ্ট কোথায় বা

অস্পষ্ট রূপে প্রায় এই লিখিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের সময়ে এবং ব্রহ্ম জ্ঞানের উৎপত্তির পরেও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হয়। যদিও জ্ঞান সাধনের সময় বর্ণাশ্রমাচার কর্ত্তব্য হয় কিন্তু এস্থলে আমারদিগের বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক যে বর্ণাশ্রমাচার ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন হয়।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ॥

বেদান্ত সূত্রে ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩৬সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ পূজ্যপাদ প্রথমতঃ আশঙ্কা করেন যে তবে কি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান বিনা ব্রহ্ম জ্ঞান সাধন হয় না? পরে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন যে বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন হয়। রৈক্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তুল্যন্তু দর্শনং॥
বেদান্তসূত্রং॥

যেমন কোন কোন জ্ঞানি কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেই রূপ কোন কোন জ্ঞানি কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

তবে বেদান্ত সূত্রের ৩অধ্যায়ে ৪পাদে ৩৯ সূত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগী যে সাধক তাহা হইতে বর্ণাশ্রম বিশিষ্ট যে সাধক তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহিয়াছেন॥ ইতি প্রথমখণ্ডং।

এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সকল যোগ্যা-যোগ্য প্রশ্ন লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এক প্রকার দেওয়া যাইতেছে।

তিনি প্রশ্ন করেন যে "যদি বল আমি তাদৃশ বটি তবে তুমি যাহারদিগকে স্বীয় আচরণ করণে প্রবর্ত্তাইতেছ, তাহারাও সকলে কি বামদেব কপিলাদির প্রায় মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারবান্ হইয়াছে?" ইহার উত্তর, পূর্ব্বপূর্ব্ব যোগিদিগের তুল্য হওয়া আমারদিগের দূরে থাকুক, ভট্টাচার্য্য যে রূপ সৎকর্ম্মান্বিত তাহাও আমরা নহি, কেবল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু, তাহাতে যে রূপ কর্ত্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠানেও অপটু আছি ইহা আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে অঙ্গীকার করিয়াছি, অতএব অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে এরূপ শ্লেষ করেন সে ভট্টাচার্য্যের মহত্ত্ব আর আমরা অন্যকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত করিতেছি ইহা যে ভট্টাচার্য্য কহেন সেও ভট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমাণ বটে যে বাজ সনেয়সংহিতাদি উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধ্যানুসারে আমরা করিয়াছি যাঁহার দেখিবার ইচ্ছা থাকে তিনি তাহা দেখেন, আর যাঁহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে তিনি তাহাতে শ্রদ্ধা করেন, আর যাঁহারা সুবোধ হয়েন তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেলা এ দুইয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া লয়েন আর ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র ঐ সকলের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে কি না এ প্রশ্ন ভট্টাচার্য্যের প্রতি সম্ভব হয়, যেহেতু ভট্টাচার্য্যেরা মন্ত্র বলে কাষ্ঠ পাষাণ মৃত্তিকাদিকে সজীব করিতেছেন অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-

কারবান্ করা তাঁহারদিগের কোন্ আশ্চর্য্য? কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য আমারদিগের এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

আর লেখেন যে " তবে ঈশ্বরাদি শরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদিতে তদুদ্দেশে শাস্ত্র বিহিত পূজাদি ব্যাপার লৌকিক প্লীহা ছেদন বাণ মারণাদির ন্যায় কেন না হয়? আত্মবৎ সেবা ইহা কি শুন না? যেমন গারুড়ী মন্ত্র শক্তিতে একের উদ্দেশে অন্যত্র ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্য ফল ভাগী হয় তেমন কি বৈদিক মন্ত্র শক্তিতে হয় না? " উত্তর, এই যে দুই উদাহরণ দিয়াছেন যে বাণ মারিলে প্লীহাছেদন হয় আর সর্পাদি মন্ত্র অন্যোদ্দেশে পড়িলে অন্য ব্যক্তি ভাল হয় ইহাতে যে সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে তাঁহারাই সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন আর তাঁহার দিগের চিত্ত স্থিরের নিমিত্তে শাস্ত্রে নানা প্রকার কাল্পনিক উপাসনা লিখিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারদিগের জ্ঞান আছে তাঁহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল জানিতেছেন, আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

আর লেখেন যে "যদি কহ শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন শাস্ত্রে করিয়াছেন তবে আমি জিজ্ঞাসি সে কি কেবল দেব বিগ্রহের হয়? তোমারদিগের বিগ্রহের নয়? যদি বল আমারদিগের বিগ্রহেরও বটে তবে আগে শরীরকে মিথ্যা করিয়া জান মনে হইতে তাহাকে দূর কর এবং তদনুরূপ ক্রিয়াতে অন্যের প্রামাণ্য জন্মাও পরে দেবতা বিগ্রহকে মিথ্যা বলিও এবং তদনুরূপ কর্ম্মও করিও? " ইহার

উত্তর, ভট্টাচার্য্যের এ অনুমতির পূর্ব্বেই আমরা আপনারদিগের শরীরকে এবং দেবতাদিগের শরীরকে মিথ্যা রূপে তুল্য জানিয়া সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্তে যত্ন আরম্ভ করিয়াছি। অতএব আমারদিগের প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ প্রেরণার প্রয়োজন নাই কিন্তু ভট্টাচার্য্যের উচিত আপন প্রিয় পাত্র শিষ্ট সন্তানদিগের প্রতি এ প্রেরণা করেন যে তাঁহারা আপনার শরীরকে এবং দেব শরীরকে মিথ্যা যেন জানেন এবং তদনুরূপ কর্ম্ম করেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য প্রথমে আপন শরীরকে পশ্চাৎ দেব শরীরকে মিথ্যা করিয়া ক্রমে জানিবার যে বিধি দিয়াছেন সে ক্রম সর্ব্ব প্রকারে অযুক্ত হয় যেহেতু আপনার শরীরকে মিথ্যা করিয়া জানিবার যে কারণ হয় দেব শরীরকে জানিবার সেই কারণ। নাম রূপ সকলকে মায়ার কার্য্য করিয়া জানিলে কি আপন শরীর কি দেবাদি শরীর তাবতের মিথ্যা জ্ঞান এক কালেই হয় অতএব আপন শরীরে আর দেব শরীরে মিথ্যা জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বাপরের সম্ভাবনা নাই ।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "যে শাস্ত্র জ্ঞানে ঈশ্বরকে মান সেই শাস্ত্র জ্ঞানে দেবতাদিগকে কেন না মান ?" উত্তর,

> বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশানএব চ ।
> কারিতাস্তে য়তোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥
> ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ ।
> সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥

ইত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদিগের শরীরকে আমরা মানিয়াছি এবং ঐ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি ইহার বিস্তার বাজসনেয়সংহিতো

পনিষদের ভূমিকাতে বর্ত্তমান আছে তাহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে দেবতাদিগের বিগ্রহ কেন না মান ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

আর লেখেন যে " শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেব বিগ্রহ স্মারক মৃৎ পাষাণাদি প্রতিমাদিতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্র বিহিত তৎ পূজাদি কেন না কর ইহা আমারদিগের বোধ গম্য হয় না " ইহার উত্তর,

কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মুর্খানাং ।
অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং ।

ইত্যাদি বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকারির নিমিত্তে শাস্ত্রে দেখিতেছি কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাদৃশ লোক সকল আপন আপন লাভের কারণ ঐ বিধি সর্ব্ব সাধারণকে প্রেরণা করেন। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা যাঁহার দিগের হইয়াছে তাঁহারদিগের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানস দ্বারা দেবতার আরাধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না।

যোঽন্যাংদেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন সবেদ যথা পশুরেব সদেবানাং।

শ্রুতিঃ ।

যে আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য উপাস্য উপাসক রূপে হই সে অজ্ঞান দেবতাদিগের পশু মাত্র হয় ॥

ভাক্তংবা অনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥

বেদান্তসূত্রং॥

শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়া কহিয়াছেন সে ভাক্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয়। যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে বেদ এই রূপ দেখাইয়াছেন ॥

ভগবান্ মনু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের পরম্পরা রীতি দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা বাহ্য পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে কেবল জ্ঞান সাধন ও জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। ইহার বিশেষ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে পাইবেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে " প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতে ও প্রতিমাদি পূজা এবং যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিক্কৃত হইয়াছে "। উত্তর, ভট্টাচার্য্য আপনিই অঙ্গীকার করিতেছেন যে বুদ্ধিমত্তা হইলে প্রতিমাদি পূজা ধিক্কৃত হয়, এই অঙ্গীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে এদেশস্থ লোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বুদ্ধিমত্তা নাই এ কারণ এই সকল কাল্পনিক উপাসনা ধিক্কৃত হয় নাই। শাস্ত্রেতেও পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন যে অজ্ঞানির মনঃ স্থিরের নিমিত্ত বাহ্য পূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ইতর লোককে যদি এরূপ উপদেশ করা যায় যে এ জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা এক পরমেশ্বর আছেন তিনি সকলের নিয়ন্তা তাঁহার স্বরূপ আমরা জানি না তাঁহার আরাধনাতে সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তাঁহারই আরাধনা কর, সে ইতর ব্যক্তির এ উপদেশ বোধ গম্য না হইয়া চিত্তের অস্থৈর্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে। আর যদি সেই ইতর ব্যক্তিকে এরূপ উপদেশ করা যায় যে যাঁহার হস্তির ন্যায় মস্তক মনুষ্যের ন্যায় হস্ত পদাদি তিনি ঈশ্বর হয়েন, সে ব্যক্তি এ উপদেশকে শীঘ্র বোধ গম্য করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই মূর্ত্তিতে চিত্ত

স্থির রাখে এবং শাস্ত্রাদির অনুশীলন করে এবং তাহার দ্বারা পরে পরে বুঝে যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারির জন্যে অৰূপ বিশিষ্ট ঈশ্বরের ৰূপ কল্পনা হইয়াছে অপরিমিত যে পরমাত্মা তিনি কি প্রকারে দৃষ্টির পরিমাণে আসিতে পারেন। কোথা বাক্য মনের অগোচর ব্রহ্ম আর কোথায় হস্তির মস্তক, এই ৰূপ মননাদি দ্বারা সে ব্যক্তি ব্রহ্ম তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া কৃত কার্য্য হয়।

স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ব্বতে।
স্থূলেন নিশ্চলং চেতোভবেৎ সূক্ষ্মেপি নিশ্চলং॥
কুলার্ণবঃ॥

কোন কোন ব্যক্তি মনঃস্থিরের নিমিত্ত স্থূলের অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির ধ্যান করেন যেহেতু স্থূল ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পরে সূক্ষ্ম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে॥

কিন্তু যাঁহারদিগের বুদ্ধিমত্তা আছে আর যাঁহারা জগতের নানা প্রকার নিয়ম ও রচনা দেখিয়া নিয়ম কর্ত্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ্য রাখেন তাঁহারদিগের জন্যে হস্তি মস্তকের উপদেশ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে।

করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি।
সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং॥
কুলার্ণবঃ॥

হস্ত পাদ উদর মুখ প্রভৃতি অঙ্গ রহিত সর্ব্ব তেজোময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে হে ভগবতি ধ্যান করিবেক॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন "যদি বল ফলাভাব প্রযুক্ত দেবতা দিগের উপাসনা না করি তবে হে ফলার্থি জ্ঞানি মানি তাহার দিগকে মিথ্যা কেন কহ? যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে?"। উত্তর, প্রয়ো-

জন ব্যতিরেকে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। আত্ম জ্ঞান সাধনের প্রয়োজন মুক্তি হয় এরূপ প্রয়োজনকে যদি ফল কহ তবে সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষি হয় ইহাতে হানি কি আছে ? স্বর্গাদি ফলাকাঙ্ক্ষি হইয়া কর্ম্ম করা মোক্ষাকাঙ্ক্ষির অকর্ত্তব্য বটে। আর যাহার যাহাতে উপযোগ নাই সে তাহাকে বৃথা কহিয়া থাকে যেমন নাসিকার রোম যাহাতে আমারদিগের কোন প্রয়োজন নাই তাহাকে সুতরাং বৃথা কহা যায়। এস্থলেও সেই রূপ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইলে সোপাধি উপাসনা বৃথা জ্ঞান হয়।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে "ঘৃতাভোজির কাছে ঘৃত কি মিথ্যা ?" উত্তর, ঘৃতকে যে ভোজন না করে এবং ক্রয় বিক্রয়াদি না করে সে ব্যক্তির নিকট ঘৃত মিথ্যা নহে কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ঘৃতেতে নাই এ নিমিত্ত সে ঘৃতকে আপন বিষয়ে বৃথা জানিয়া থাকে।

"তুমি বা একাক্ষ না হও কেন, কাকের কি এক চক্ষুতে নির্ব্বাহ হয়না ?" এপ্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না, যাহা হউক ইহার উত্তরে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি রাজ সংক্রান্ত কর্ম্ম ত্যাগ কেন না করেন ? যাঁহারদিগের রাজ সংক্রান্ত কর্ম্ম নাই তাঁহারদিগের কি দিন পাত হয় না? এ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য যাহা কহিবেন তাহা আমারদিগের ও উত্তর হইবেক। যদি ভট্টাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন যে রাজ সংক্রান্ত কর্ম্মে আমার উপকার আছে আমি কেন ত্যাগ করি তবে আমরাও কহিব যে দুইচক্ষুতে অধিক উপকার আছে অতএব কেন তাহার মধ্যে এক চক্ষুকে নষ্ট করি।

ভট্টাচার্য্য লেখেন "যদি বল আমরা দেবতাত্মাই মানিনা তাহার বিগ্রহ ও তৎ স্মারক প্রতিমার কথা কি ? শিরোনাস্তি শিরোব্যথা। ভাল পরমাত্মাতো মান তবে শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা তাহারই নানা মূর্ত্তি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া তদুচিত ব্যাপার কর।" উত্তর, আমরা পরমাত্মা মানি কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ অপ্রসিদ্ধ জন্য তাহা স্বীকার করি না। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিয়াছি অতএব পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

বেদান্তচন্দ্রিকাতে লেখেন যে "স্বাত্মার (জীবাত্মার) প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বানুভব সিদ্ধ যদি মান তবে পরমাত্মারও তাহা অনুমানে মান। আত্মার (জীবাত্মার) ও পরমাত্মার রাজা মহারাজার ন্যায় ব্যাপ্য ব্যাপকত্বঐশ্বর্য্যা-নৈশ্বর্য্য কৃত বিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপ গত বিশেষ কি ?" উত্তর, ভট্টাচার্য্য জীবাত্মাকে ব্যাপ্য ও অনীশ্বর এবং পরমা-ত্মাকে ব্যাপক ও ঈশ্বর কহিয়া পুনর্ব্বার কহিতেছেন যে এ দুইয়ের স্বরূপ গত বিশেষ কি ? ঈশ্বর আর ব্যাপক হওয়া এবং অনীশ্বর আর ব্যাপ্য হওয়া ইহা হইতে অধিক আর কি বিশেষ আছে ? ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরের দেহ সম্বন্ধের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব দেখিয়া ঈশ্বরের দেহ আর পরিচ্ছিন্নত্ব যে কল্পনা করেন ইহা হইতে আর কি আশ্চর্য্য আছে ? আমরা ভয় পাইতেছি যে যখন জীবের দেহ সম্বন্ধ দেখিয়া পরমাত্মার দেহ সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতেছেন তখন জীবের সুখ দুঃখাদি ভোগ ও স্বর্গ নরকাদি প্রাপ্তির শাস্ত্র দেখিয়া পরমাত্মারও সুখ দুঃখাদি ভোগ বা স্বীকার করেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন " যদি বল আমরা পরমাত্মার তাহা

(প্রকৃত্যাদি) মানিলে তোমারদিগের দেবাত্মার কি আইসে? ইহাতে আমরা এই বলি তবে আমারদিগের দেবতাদিগকেও তোমরা মানিলে যেহেতু পরমাত্মার যে প্রকৃত্যাদি তাহাকেই আমরা স্ত্রী পুংলিঙ্গ ভেদে দেবী দেবাত্মা নামে কহি তোমরা ঈশ্বরীয় প্রকৃত্যাদি রূপে কহ এই কেবল জল-পানি ইত্যাদিবৎ?" উত্তর, যদি ভট্টাচার্য্য পরমাত্মার প্রকৃত্যাদিকে দেবী দেবাত্মা নামে স্বীকার করেন তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই যেহেতু ঈশ্বরীয় মায়া কোথায় দেবী রূপে কোথায় দেবরূপে কোথায় জল কোথায় স্থল রূপে সদ্রূপ পরমাত্মাতে অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে আর ঐ ভ্রমাত্মক দেবীদেব জল স্থলাদির প্রতীতি যথার্থ জ্ঞান হইলেই নাশকে পায়।

আর লেখেন "যদি বল আমরা মাংস পিণ্ড মাত্র মানি মৃৎ পাষাণাদি নির্ম্মিত কৃত্রিম পিণ্ড মানি না।" উত্তর, এ আশঙ্কা ভট্টাচার্য্য কি নিদর্শনে করিতেছেন অনুভব হয় না যেহেতু আমরা মাংস পিণ্ড ও মৃত্তিকা পাষাণাদি নির্ম্মিত পিণ্ড এ দুইকেই মানি কিন্তু এ দুইয়ের কাহাকেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর কহি না। পরমাত্মার সত্তার আরোপের দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া লৌকিক ব্যবহারে ঐ দুইয়ের প্রথম যে মাংসপিণ্ড সে পশ্বাদির ভোজনে আইসে আর দ্বিতীয় যে মৃত্তিকা পাষাণাদি পিণ্ড সে খেলা আর অন্য অন্য আমোদের কারণ হয়।

ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার আশঙ্কা করেন যে "যদি বল আমরা সচেতন পিণ্ডই মানি অচেতন পিণ্ড মানি না।" উত্তর, উপাধি অবস্থাতে সচেতন এবং অচেতন উভয় বস্তুরই পৃথক্

পৃথক্ রূপে প্রতীতি হয় সুতরাং উভয়কেই মানি আর তন্মধ্যে যে বস্তু যদর্থে নিয়মিত হইয়াছে তাহাকে তদনুরূপে ব্যবহার করি। সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃতিকে মান্য করিতে হয় ও ভৃত্যাদির দ্বারা গৃহ কর্ম্ম লওয়া যায় আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহাদি এবং পাষাণাদি দ্বারা পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ করা যায় কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অনেক সচেতন পিণ্ড অচেতন পিণ্ডকে সচেতন অভিপ্রায় করিয়া আহার শয্যা সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন।

আর লেখেন " মীমাংসক মত সিদ্ধ অচেতন মন্ত্রময় দেবতাত্মাই না মান বেদান্ত মত সিদ্ধ অস্মদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহ বিশিষ্ট দেবতা কেন না মান? " উত্তর, বেদান্ত মতে দেবতাদিগের শরীর প্রসিদ্ধ আছে সুতরাং আমরাও ঐ দেবতাদিগের বিগ্রহ স্বীকার করি কিন্তু ঐ বেদান্ত নিদর্শনে ঐ বিগ্রহকে অস্মদাদির দেহবৎ মায়িক ও নশ্বর করিয়া জানি এবং যেমন আমারদিগের প্রতি ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের অধিকার আছে সেই রূপ দেবতাদিগের প্রতিও অধিকার আছে।

• তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদিগের উপর ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু বৈরাগ্যের এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যের আছে সেই রূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয় ॥

এবং তাবৎ দেবতার সমাধি করা ভারতাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "যদি বল আমরা যাদৃশ মনুষ্যাদি শরীরকে চক্ষে দেখিতে পাই তাহাই মানি বেদান্ত মতসিদ্ধ দেব শরীর চক্ষে দেখিতে পাই না অতএব মানি না তৎ প্রতিমার প্রশক্তিই কি ?" উত্তর, পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরেতেই। ইহার উত্তর দেওয়া গিয়াছে যে বেদান্ত মত সিদ্ধ দেব শরীরকে এবং সেই শরীরের মায়িকত্ব নশ্বরত্ব আমরা মানিয়া থাকি।

আর লেখেন যে " যদি বল আমি তাহা অর্থাৎ নাস্তিক নহি কিন্তু অবৈদিকেরা এই রূপ কহিয়া থাকে আমিও তদ্দৃষ্টি ক্রমে কহি।" উত্তর, আশ্চর্য্য এই যে ঐহিক লাভের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সর্ব্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা ত্যাগ করিয়া এবং করাইয়া এবং গৌণ সাধন যে প্রতিমাদির পূজা তাহার প্রেরণা করিয়া আপনার বৈদিকত্ব অভিমান রাখেন আর আমরা সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত পরব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভট্টাচার্য্যের বিবেচনায় অবৈদিক ও নাস্তিক হই। সুবোধ লোক এ দুইয়েরই বিবেচনা করিবেন।

আর লেখেন যে " অন্য ধন ব্যয় আয়াস সাধ্য প্রতিমা পূজা দর্শন জন্য মর্ম্মান্তিক ব্যথা নিবৃত্তি করিও। সম্প্রতি কেন এক দিক্ আশ্রয় না করিয়া আন্দোলায়মান হও ?" উত্তর, যেব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয় সে অন্য ব্যক্তিকে দুঃখি অথবা প্রতারণাগ্রস্ত দেখিলে অবশ্যই মর্ম্মান্তিক ব্যথা পায় এবং ঐ দুঃখ ও প্রতারণা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে কিন্তু যাহার প্রতারণার উপর কেবল জীবিকা এবং সম্মান সে অবশ্যই প্রতারণার যে ভঞ্জক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেক। আর আমরা এক মাত্র আশ্রয় করিয়াই আছি।

আশ্চর্য্য এই যে ভট্টাচার্য্য পাঁচ উপাসনার তরঙ্গের মধ্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক পড়িয়া অন্যকে উপদেশ করেন যে মাঝামাঝি থাকিয়া আন্দোলায়মান হইও না।

ভট্টাচার্য্য আর লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে প্রতিমা পূজার প্রমাণ প্রথমতঃ প্রবল শাস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্ম্মার প্রণীত শিল্প শাস্ত্র দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণের উপদেশ। তৃতীয়তঃ নানা তীর্থ স্থানেতে প্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ শিষ্টাচার সিদ্ধ। পঞ্চমতঃ অনাদি পরম্পরা প্রসিদ্ধ।

উত্তর, প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রমাণ যে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ এই, শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি দক্ষিণাচারের বিধি বৈষ্ণবাচারের বিধি অঘোরাচারের বিধি এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাঁহারদিগের প্রতিমা পূজার বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে এমত নহে বরঞ্চ নানা বিধ পশু যেমন গো শৃগাল প্রভৃতি এবং নানা বিধ পক্ষি যেমন শঙ্খ চীল নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানা বিধ স্থাবর যেমন অশ্বত্থ বট বিল্ব তুলসী প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচরে এবং ব্যবহারে আইসে তাহারদিগেরও পূজা নিমিত্ত অধিকারি বিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী সে তাহাই অবলম্বন করে, তথাহি

অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ ॥

অতএব শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার বিধি আছে কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে যে সকল অজ্ঞানি ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন তাঁহারদিগের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত যে শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন তাহার উত্তর এই যে শাস্ত্রে কি যজ্ঞাদি কি মারণোচ্চাটনাদি যখন যে বিষয় লেখেন তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন তদনুসারে প্রতিমা পূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার নির্ম্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রতিমার নির্ম্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয় তাহাও লিখিয়াছেন।

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
জপস্তুতিঃস্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা॥
কুলার্ণবঃ॥

আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি তাহাকে উত্তম কহি আর মননাদিকে মধ্যম অবস্থা কহি জপ ও স্তুতিকে অধম অবস্থা কহি হোম পূজাকে অধম হইতেও] অধম অবস্থা কহি॥

তৃতীয়তঃ নানা তীর্থে প্রতিমাদির চাক্ষুষ হয় যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর। যে সকল ব্যক্তি তীর্থ গমনের অধিকারি তাহারাই প্রতিমা পূজার অধিকারি অতএব তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায় তবে সুতরাং তাহারদিগের তীর্থ গমনের তাবদভিলাষ থাকিবেক না এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে অতএব তাহারাই নানা তীর্থে নানাবিধ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতোধ্যানেন যদ্বর্ণিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতোযত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

রূপ বিবর্জ্জিত যে তুমি তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপ বর্ণন

করিয়াছি আর তোমার যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি আর তীর্থ যাত্রার দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত করিয়াছি হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানতা কৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর।

চতুর্থতঃ প্রতিমা পূজা শিষ্টাচার সিদ্ধ যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর। যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন তাঁহারদিগের অনেকেই প্রতিমা পূজার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য তাহারই প্রচার করাইতেছেন। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা তিথি মাহাত্ম্যে ও নানা বিধ লীলার উপলক্ষে তাঁহারদিগের যে লাভ তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আত্মোপাসনাতে কাঁহারও জন্ম দিবসীয় উৎসবে এবং বিবাহে ও নানা প্রকার লীলাচ্ছলে লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই সুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত থাকেন। ঐ শিষ্ট লোকের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ নিমিত্ত ঐহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন তাঁহারা কি এদেশে কি পাঞ্চালাদি অন্য দেশে কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন, প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই।

পঞ্চমতঃ প্রতিমা পূজা পরম্পরা সিদ্ধ হয় যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর, ভ্রম বশতই হউক বা যথার্থ বিচারের দ্বারাই হউক বৌদ্ধ কি জৈন বৈদিক কি অবৈদিক যে কোন মত কতক লোকের একবার গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার পর সম্যক্ প্রকারে সেই মতের নাশ প্রায় হয় না, যদি হয় তবে বহুকালের পরে হয়। সেই রূপ প্রতিমা পূজা প্রথমতঃ কতক লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে

এবং তাহার অবহেলাও কতক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। সুবোধ নির্ব্বোধ সর্ব্বকালে হইয়া আসিতেছে এবং তাহারদিগের অনুষ্ঠিত পৃথক্ পৃথক্ মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে, কিন্তু একাল অপেক্ষা পূর্ব্বকালে প্রতিমা প্রচারের যে অল্পতা ছিল ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানের চতুর্দ্দিক্ সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রোশের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন তবে বোধ করি তাঁহার নিকটে অবশ্য প্রকাশ পাইবে যে ঐ মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অবশিষ্ট সমুদায় ঊনিশ ভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যেযেদেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ত্রুটি হয় সেই সেই দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন বিধি মতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যে কোন বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরোদ্দেশে করা যায় তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়, আর রূপ গুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এবং মৃৎ স্বর্ণাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এমত যে কহে সে প্রলাপ ভাষণ করে। ইহার উত্তর। আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি যে ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসনা সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয় ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা কহেন আমারদিগের ইহাতে সাধ্য কি ? কিন্তু এ স্থলে জানা কর্ত্তব্য যে

আত্মার শ্রবণ মননাদি বিনা কোন এক অবয়বিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তিভাগী হয় না, সকল শ্রুতি একবাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ।
শ্রুতিঃ ॥

সেই আত্মাকেই জানিলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় মুক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই।

নান্যঃপন্থা বিমুক্তয়ে ॥
শ্রুতিঃ ॥

তত্ত্ব জ্ঞান বিনা মুক্তির অন্য উপায় নাই ॥

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাংএকোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্ ।
তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥
কঠশ্রুতিঃ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণির কামনাকে দেন, তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতরদিগের সে সুখ হয় না॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে “ উপাসনা পরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হয় না নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা বিবেচনা করিয়া বুঝ ।” ইহার উত্তর। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি সেই পরম্পরা উপাসনা হয় আর যখন অভ্যাসে বশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্ম সত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাকেই আত্ম সাক্ষাৎকার কহি কিন্তু ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং নশ্বরকে নিত্য আর অপরিমিত পরমাত্মাকে পরিমিত অঙ্গীকার করাকে পরম্পরা উপাসনা কহেন বস্তুতঃ সে

উপাসনাই হয় না কেবল কল্পনা মাত্র। রাজাদিগের সেবা তাঁহারদিগের শরীর দ্বারা ব্যতিরেকে হয় না ইহা যথার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যেহেতু তাঁহারা শরীরি সুতরাং তাঁহারদিগের উপাসনা শরীর দ্বারা কর্ত্তব্য কিন্তু অশরীরী আকাশের ন্যায় ব্যাপক সদ্রূপ পরমেশ্বরের উপমা শরীরির সহিত দেওয়া শাস্ত্র এবং যুক্তির সর্ব্বথা বিরোধ হয়। তবে এ উপমা দেওয়াতে ভট্টাচার্য্যের ঐহিক লাভ আছে অতএব দিতে পারেন যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজারদিগের উপাসনা এই দুইকে তুল্য করিয়া জানিলে লোকে রাজারদিগের উপাসনায় যেমন উৎকোচ দিয়া থাকে সেই রূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছা সিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক, বিশেষ এই মাত্র রাজারদিগের নিমিত্ত যে উৎকোচ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্য্যাপ্ত হয় ঈশ্বরের নিমিত্ত যে উৎকোচ তাহা ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে।

আর লেখেন যে " ঐ এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে তাহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইবেক না।" উত্তর। জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই অতএব যে কোন বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে যদি ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে তবে এ যুক্তি ক্রমে কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষি সকলেরি উপাসনার তুল্য রূপে বিধি পাওয়া গেল তবে নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবতা বিগ্রহের উপাসনা কষ্ট সাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে। যদি বল দূরস্থ

দেবতা বিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্য রূপেই যদ্যপি ঐ সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয় তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেব বিগ্রহের পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে অতএব শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর। যদি শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের উপাসনা কর্ত্তব্য হয় তবে ঐ শাস্ত্রানুসারেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পরমাত্মার উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যাহার বিশেষবোধাধিকার এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা নাই সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্ত স্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবেক আর যিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তিনি আত্মার শ্রবণ মনন রূপ উপাসনা করিবেন, শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥

মহানির্ব্বাণং॥

এই রূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥

মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা জীবাত্মা রূপ শরকে তীক্ষ্ণ করিয়া প্রণব রূপ মহাস্ত্র ধনুকেতে তাহা সন্ধান করিবেক পশ্চাৎ ব্রহ্ম চিন্তন যুক্ত চিত্ত দ্বারা মনকে আকর্ষণ করিয়া অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্মেতে হে সৌম্য সেই জীবাত্মা রূপ শরকে বিদ্ধ কর।

তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং॥

তলবকারোপনিষৎ॥

সর্ব্ব ভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এই প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ চিন্তা কর্ত্তব্য হয়।

ভট্টাচার্য্য লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে "যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্ম ময় স্ফূর্ত্তি না হয় তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফল সিদ্ধি অবশ্য হয় আপনার বুদ্ধি দোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানিলে ফল সিদ্ধির হানি হইতে পারে না যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয় ?" ইহার উত্তর। ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টকে আপন বুদ্ধি দোষে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি দর্শনের ফলের ন্যায় ফল সিদ্ধি হয় কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ থাকেন তিনি অবশ্য এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি দর্শনেতে যেমন ফল সিদ্ধি হয় সেইরূপ ফল সিদ্ধি এই সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয় সেইরূপ ভ্রম নাশ হইলেই ভ্রম জন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়, যখন ভট্টাচার্য্যের উপদেশ দ্বারা তাঁহার কোন সুবোধ শিষ্য ইহা জানিবেন তখন যথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয় আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই তাহার উপার্জ্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

আর লেখেন " যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন সেই রূপ ঈশ্বর রাম কৃষ্ণাদি মনুষ্য রূপে আচ্ছন্ন স্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্টি জগতের রক্ষা করেন "। উত্তর। কি রাম কৃষ্ণ বিগ্রহে কি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। অস্ম-

দাদির শরীরে এবং রাম কৃষ্ণ শরীরে ব্রহ্ম স্বৰূপের ন্যূনাধিক্য নাই কেবল উপাধি ভেদ মাত্র । যেমন এক প্রদীপ সূক্ষ্ম আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায় সেই ৰূপ রামকৃষ্ণাদি শরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন আর সেই দীপ যেমন স্থূল আবরণ ঘটাদি মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায় না সেই ৰূপ ব্রহ্ম স্থাবরাদি শরীরে প্রকাশ পায়েন না অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সত্তার তারতম্য নাই ।

অহং যূয়মসাবার্য্যইমে চ দ্বারকৌকসঃ ।
সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং ॥
ভাগবতং ॥

হে যদুবংশ শ্রেষ্ঠ আমি ও তোমরা ও এই বলদেব আর দ্বারকা বাসি যাবৎ লোক এসকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এসকলকে ব্রহ্ম জানিবে এমত নহে কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান ॥

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥
গীতা ॥

হে অর্জ্জুন হে শত্রুতাপজনক আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে এবং তোমারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে কিন্তু বিদ্যা মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত নহে এপ্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি আর তোমার চৈতন্য অবিদ্যা মায়াতে আবৃত আছে এই হেতু তুমি তাহা জানিতেছ না ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং ॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥

সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে অধো ঊর্দ্ধে তোমার অবিদ্যা দোষের দ্বারা যাহা যাহা নাম রূপে প্রকাশ্যমান দেখিতেছ সে সকল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং নিত্য ব্রহ্ম মাত্র হয়েন অর্থাৎ নাম রূপ সকল মায়া কার্য্য ব্রহ্মই কেবল সত্য সর্ব্ব ব্যাপক হয়েন ।

ভট্টাচার্য্য ব্যঙ্গ পূর্ব্বক যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সে কেমন অদ্বৈতবাদী যে কহে যে রূপ গুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্যাদি ও আকাশ মনঃ অন্নাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় এবং তাহারা ব্রহ্মোদ্দেশে উপাস্য হয় না। ইহার উত্তর। আমরা যে সকল গ্রন্থ এপর্য্যন্ত বিবরণ করিয়াছি তাহাতে ইহাই পরিপূর্ণ আছে যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, কোন বস্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্থিতি করে না, ব্রহ্মের উদ্দেশে দেব মনুষ্য পশু পক্ষিরও উপাসনা করিলে ব্রহ্মের গৌণ উপাসনা হয় এবং ঐ সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী কোন্ কোন্ ব্যক্তি ইহাও লিখিয়াছি। এসকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লেখেন ইহা জ্ঞানবান্ লোকের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তবে যে আমরা কি দেবতার কি মনুষ্যের কি অন্নের কি মনের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছি সে কেবল বেদান্ত মতানুসারে এবং বেদ সম্মত যুক্তি দ্বারা, যেহেতু ব্রহ্মের আরোপে যাবৎ মায়া কার্য্য নামরূপের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায় মায়িক নাম রূপাদি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কদাপি নহে।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ॥

বেদান্তসূত্রং॥

ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎ কারণ হয়েন না যেহেতু জগতের সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে এমত বেদে কহেন নাই।

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ॥

বেদান্তসূত্রং॥

সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তির ভেদ কথন বেদে আছে॥

বেদে এবং বেদান্ত শাস্ত্রে প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিদর্শন দ্বারা ব্রহ্ম সত্তাকে প্রমাণ করেন। তদ-

নন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সত্তা মাত্র চিন্মাত্র ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কহিয়া ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর ব্রহ্ম স্বরূপকে নির্দ্দেশ করিতে বাক্যময় বেদ অসমর্থ হইয়া ইহা স্বীকার করেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থতঃ অনির্ব্বচনীয় হয় তিনি কোন বিশেষণ দ্বারা নির্ধারিত রূপে কথন যোগ্য হয়েন না।

অথাত আদেশোনেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণাবৈ সত্যং তেষামেষ সত্যং ॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥

নানা প্রকার সগুণ নির্গুণ স্বরূপে ব্রহ্মের বর্ণনের পরে দেখিলেন যে বাক্যের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে কহিতে পারেন না যেহেতু নামের দ্বারা কিম্বা রূপের দ্বারা অথবা কর্ম্মের দ্বারা অথবা জাতির দ্বারা অথবা অন্য কোন গুণের দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মেতে ইহার কিছুই নাই অতএব ইহা নহেন ইহা নহেন এই রূপে বেদে তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করেন। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয় কিম্বা মনের দ্বারা যাহার অনুভব হয় সে ব্রহ্ম নহে তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম বিজ্ঞান ঘন ব্রহ্ম আত্মাব্রহ্ম ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যে বেদে ব্রহ্মের কথন আছে সে উপদেশ মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মকে কহিতে লাগিলে এই পর্য্যন্ত কহা যায়। অতএব ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ইহা ভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে যথার্থ রূপ যে সত্য তিনিই ব্রহ্মঃ প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ ॥

তলবকারোপনিষৎ ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্ম জ্ঞানির হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্ম কে জানে না।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "যদি মন্দির মস্‌জিদ গিরিজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?" উত্তর, মস্‌জিদ গিরিজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণমৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা এ দুইয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত, যেহেতু মস্‌জিদ গিরিজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা ঐ মস্‌জিদ গিরিজাকে ঈশ্বর কহেন না, কিন্তু স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা উহাকেই ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন তাহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন, এই সকল ভোগ শয়নাদি ঈশ্বর ধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্‌জিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

যেখানে চিত্তস্থির হয় সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই ॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে " ইহাতে যদি কেহ কহে যে

বেদান্তে সকলই ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি? তবে কি কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য কি গম্যা বা কি অগম্যা, যখন যাহাতে আত্মসন্তোষ হয় তখন সেই কর্ত্তব্য যাহাতে অসন্তোষ হইবে সে অকর্ত্তব্য।” উত্তর, যে ব্যক্তি এমত কহে যে সকলই ব্রহ্ম তাহাতে বিহিত অবিহিতের বিভাগ কি, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এআশঙ্কা করা যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাহা হইতেছে তাহার বাস্তব সত্তা নাই যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের, আর সেই ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায় তাহাকে সেই সেই রূপে ব্যবহার করিতে হয়; যেমন এক অঙ্গ হস্ত রূপে অন্য অঙ্গ পাদ রূপে প্রতীত হইতেছে, যে পাদ রূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গমন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা যায়, আর যে হস্ত রূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গ্রহণ রূপ ব্যাপার সম্পন্ন করা যায়, আর যাহার দাহিকা শক্তি দেখেন তাহাকে দাহ কর্ম্মে আর যাহার শৈত্য গুণ পায়েন তাহাকে পানাদি বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না। ভট্টাচার্য্যের মতানুযায়িদিগের প্রতি এ আশঙ্কার এক প্রকার সম্ভাবনা আছে যেহেতু তাঁহারা জগৎকে শিবশক্তিময় অথবা বিষ্ণুময় কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান যাঁহারদিগের তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির প্রভেদ চক্রে অথবা পঙ্গতে করেন না এবং যে ব্যক্তি ধ্যান সময়ে ও পূজাতে যুগলের সাহিত্য সর্ব্বদা স্মরণ করেন এবং যাঁহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে আমার আরাধ্য দেবতারা নানা প্রকার

অগম্যাগমন করিয়াছেন এবং ঐ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তাঁহার প্রতি এক প্রকার অগম্যাগমনাদির আশঙ্কা হইতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে বিধি নিষেধের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তিনি সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বদ্রষ্টা সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ রূপ ফল দেন সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাস প্রযুক্ত তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষা নিমিত্ত যথা সাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবেক।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "এতাদৃশ শাস্ত্র বিরুদ্ধ স্বকপোল কল্পিতানুমানে বৈধ বহু পশুবধ স্থানের সিদ্ধ পীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে বুচরখানার সিদ্ধপীঠত্ব কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য অন্য কল্পনা যাহারা করে তাহারা স্বস্ত্রী ও তদিতর স্ত্রী মাত্রেতে কি রূপ ব্যবহার করে ইহা তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।" উত্তর, যাহার পর নাই এমত উপাসনা বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের প্রতি এ প্রশ্ন করা অত্যাবশ্যক হয়। অতএব যে পক্ষে কল্পনা ব্যতিরেকে নির্ব্বাহ নাই তাহারদিগের এ প্রশ্ন করা অতি আশ্চর্য্য।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন "যে হে অগ্রাহ্য নাম রূপ অমুকেরা আমরা তোমারদিগকে জিজ্ঞাসি তোমরা কি? ইত্যাদি" উত্তর, আমারদিগকে সোপাধি জীব করিয়া বেদে কহেন ইহা দেখিতেছি। ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত নাহইলে উপাধির নাশ হয় না একারণ তাহার জিজ্ঞাসু হই সুতরাং তাহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধপুরুষ

ইত্যাদি গর্ব্ব রাখি না, এবং ভট্টাচার্য্যের উপকৃতি স্বীকার করি, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় হয়, এনিমিত্তে স্বকীয় দোষ সকল দেখিতে পাইতেছিলাম না, ভট্টাচার্য্য তাহা জ্ঞাত করাইয়াছেন, উত্তম লোকের ক্রোধও বর তুল্য হয় ।

যদি বল আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না অতএব সাকার উপাসনা সুলভ তাহাই কর্ত্তব্য । উত্তর, উপাসনার নিয়মের সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি উপাসনা অকর্ত্তব্য হয় তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না যেহেতু তাহার নিয়মেরও সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না । বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য অতএব অনুষ্ঠানে যথা সাধ্য যত্ন কর্ত্তব্য হয় । বরঞ্চ যজ্ঞাদি এবং প্রতিমার অর্চ্চনাদি কর্ম্ম কাণ্ডে যথা বিধি দেশ কাল দ্রব্য অভাবে কর্ম্ম সকল পণ্ড হয় কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা স্থলে ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জ্জনের প্রতি যত্ন থাকিলেই ব্রহ্মোপাসনা সুসিদ্ধ হইতে পারে, কারণ কেবল এই যত্ন করণের বিধি মনুতে প্রাপ্ত হইতেছে ।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥
মনুঃ ॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন ॥

আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের

সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনাচারির নিন্দা করেন অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসি হয়েন, আর গোপনে নানা বিধ আচরণ করেন ; আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্ট রূপে ভোজন করে, আপনাকে কোন মতে সদাচারি দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে তাহা অঙ্গীকার করে, এদুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বক ধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়। এ প্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য আমারদিগকে বক ধূর্ত্ত করিয়া বেদান্তচন্দ্রিকাতে কহিয়াছেন।

দ্বিতীয়, এক জন নিষিদ্ধাচারী সে আপনাকে বিশ্বগুরু করিয়া জানে আর এক জন নিসিদ্ধাচারী সে আপনার অধমতা স্বীকার করে এই দুইয়ের মধ্যে কাহার অপরাধ মার্জ্জনার যোগ্য হয়।

তৃতীয়, এক ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে যাহা আমি বলি এই শাস্ত্র, ইহাই নিশ্চয় কর, তোমার বুদ্ধিকে এবং বিবেচনাকে দূরে রাখ, আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান, আমার তুষ্টির জন্যে সর্ব্বস্ব দিতে পার ভালই নিদান তোমার ধনের অর্দ্ধেক আমাকে দেও, আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আর এক জন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষা বিবরণ করিয়া লোকের সম্মুখে রাখে এবং নিবেদন করে যে আপনার অনুভবের দ্বারা এবং বেদ সম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ আর

যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয় তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর আর অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে ভয় এবং সম্মান কর এদুইয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায়। এপ্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে আমারদিগকে স্বপ্রয়োজন পর করিয়া লিখিয়াছেন। এখন ইহার সমাধা বিজ্ঞ লোকের বিবেচনায় রহিল। হে সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বর তুমি আমারদিগকে দ্বেষ মৎসরতা মিথ্যাপবাদে প্রবৃত্ত করাইবে না।

একমেবাদ্বিতীয়ং ।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক ।

দ্বিতীয় সংখ্যা ।

১৪ শ্রাবণ ১৭৬৬ শক ।

কলিকাতা ।

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল ॥

ওঁ তৎসৎ

অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বব্যাপি যে পরব্রহ্ম তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে এবং পরিমিত ও মুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য ভগবদ্গৌরাঙ্গ পরায়ণ গোস্বামিজী যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে, বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন। প্রথমতঃ প্রশ্ন করেন যে " সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন ইহার উত্তর বাক্য কি সংগ্রহ করিব? যেহেতু একথা সকল দর্শনকারদিগের সম্মত। কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে ব্রহ্মেতে কোন উপাধি দোষ স্পর্শ হইবে না অথচ বেদেরা প্রতিপন্ন করিতেছেন তাহার প্রকার কি।" উত্তর, বেদ সকল ব্রহ্মের সত্তাকে কি রূপে প্রতিপন্ন করেন আর উপাধি দোষ স্পর্শ বিনা কি রূপে ব্রহ্ম তত্ত্ব কথনে বেদেরা প্রবৃত্ত হয়েন ইহা জানিবার নিমিত্ত লোক সকলের উচিত যে পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশোপনিষদ্ বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করেন। যদি চিত্ত শুদ্ধি হইয়া থাকে তবে বেদান্তের বিশেষ অবলোকনের পরে পুনর্ব্বার এতাদৃশ প্রশ্নের সম্ভাবনা থাকে না। সংপ্রতি আমরাও এবিষয়ে সঙ্ক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

অন্যদেব তদ্বিদিতাৎ ॥
তলবকারোপনিষৎ ॥

যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়. ব্রহ্ম সে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন ।

অথাতআদেশোনেতি নেতি ॥
বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥

এ বস্তু ব্রহ্ম নহে এবস্তু ব্রহ্ম নহে ইত্যাদি রূপে যাবৎ জন্য বস্তু হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন এই মাত্র ব্রহ্মের উপদেশ বেদে করেন ।

কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ দেখিয়া আর জড় স্বরূপ শরীরের প্রবৃত্তি দেখিয়া এই সকলের কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহার সত্তাকে নিরূপণ করা যায় ।

আপনি লেখেন যে “ তোমারদিগের যদি কোন বেদান্ত ভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার এমত জ্ঞান হইয়া থাকে তবে সে কুজ্ঞান । ” উত্তর, ভগবৎ পূজ্যপাদ আপনার ভাষ্যে ব্রহ্মকে বেদের স্পষ্টার্থের বিপরীত আকার রহিত করিয়া কহিয়াছেন এমত কেহ স্বীকার করিতে পারে না কারণ প্রত্যক্ষ তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্ত সূত্রে ব্রহ্মকে নাম রূপের ভিন্ন করিয়া স্পষ্ট রূপে এবং প্রসিদ্ধ শব্দে সর্ব্বত্র কহেন ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥
কঠোপনিষৎ ॥

পরব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এসকল গুণ নাই তিনি হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য নিত্য হয়েন ॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং ইত্যাদি ॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥

যে ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন আর হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন এবং জন্ম রহিত বর্ণ রহিত এবং চক্ষুঃ শ্রোত্র হস্ত পাদাদি অবয়ব রহিত হয়েন ইত্যাদি ॥

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যং ॥

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ॥

ব্রহ্ম দৃষ্টিগোচর হয়েন না এবং ব্যবহারের যোগ্য তিনি হয়েন না আর হস্ত পাদাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি গ্রাহ্য হয়েন না এবং তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না এবং তাঁহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে আর তিনি শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ্য নহেন ।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

ব্রহ্ম কোন প্রকারেই রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বত্র প্রাধান্য হয় ।

অতএব এই সকল স্পষ্ট শব্দ হইতে প্রসিদ্ধ যে অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে তাহার জ্ঞানকে কুজ্ঞান করিয়া কহিতে তাঁহারাই পারেন যাঁহারদিগের বেদে প্রামাণ্য নাই অথবা যাঁহারা প্রতারণার উদ্দেশে কিম্বা পক্ষপাত করিয়া স্পষ্টার্থের বিপরীত অর্থ কল্পনা করেন ।

আর লেখেন যে " বেদ ও ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পারে না ? " উত্তর, যদ্যপি বেদ দুর্জ্ঞেয় বটেন তথাপি বেদের অনুশীলন করা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম হইয়াছে অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ।

ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণোধর্ম্মঃষড়ঙ্গোবেদোঽধ্যেয়োজ্ঞেয়শ্চ ইতি ॥

শ্রুতিঃ ॥

ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম এই যে ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিবেন এবং অর্থ জানিবেন।

আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥

মনুঃ ॥

ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর প্রণবএবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন ॥

বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও বেদার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে আমার দিগের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে এই নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মসংহিতাতে তাবৎ বেদার্থের বিবরণ করিয়াছেন।

যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং ॥
শ্রুতিঃ ॥
যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য।

বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব ভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্ত সূত্রে তাবৎ অর্থ স্থির করিয়াছেন অতএব বেদ দুর্জ্ঞেয় হইয়াও এই সকল উপায়ের দ্বারা সুগম হইয়াছেন ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না।

বেদাদযোর্থঃস্বয়ংজ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানংভবেদযদি।
ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং ॥
ব্যাসস্মৃতিঃ ॥
বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহাতে যদি শঙ্কা জন্মে তবে ঋষিরা যে রূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের আর কি শঙ্কা হইতে পারে ॥

আর লেখেন যে "পরমার্থ বিষয়ে প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে পারে না।" ইহার উত্তর, অনুমানাদি সকল প্রমাণের মূল যে প্রত্যক্ষ তাহা প্রমাণ না হইলে তাবৎ প্রমাণ উচ্ছন্ন হইয়া যায়, যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হয় তবে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র যাহা প্রত্যক্ষ দেখি এবং প্রত্যক্ষ শুনি তাহার অপ্রামাণ্য হইয়া সকল ধর্ম্ম লোপ হইতে পারে, আর প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিফল হয়। কিন্তু বেদ

শাস্ত্রকে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ করিয়া লোককে জানাইলে নবীন মতাবলম্বিদিগের উপকার আছে যেহেতু বেদের প্রামাণ্য থাকিলে তাঁহারদিগের স্বয়ং রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ ও ভাষা পয়ার সকল যাহা বেদ বিরুদ্ধ তাহা লোকে মান্য হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষকে প্রমাণ স্বীকার করিলে জন্যকে নিত্য করিয়া ও অচেতনকে সচেতন করিয়া এবং এক দেশস্থায়িকে বিশ্বব্যাপক করিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না ; সুতরাং নবীন মতাবলম্বিরা বেদে এবং প্রত্যক্ষে অপ্রামাণ্য জন্মাইবার চেষ্টা আপন মতের স্থাপনের নিমিত্ত অবশ্যই করিবেন, কিন্তু বেদ যাহার বিচারণীয় না হয় ও প্রত্যক্ষ যাহার গ্রাহ্য নহে তাহার বাক্য বিজ্ঞ লোকের গ্রাহ্য কি প্রকারে হইতে পারে ?

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং।
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণংকস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদাদিতে যাহার প্রামাণ্য নাই তাহার বাক্য কেহ প্রমাণ করে না, আর যে মতের স্থাপনের নিমিত্তে বেদকে অবিচারণীয় কহিতে হয় আর প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ জানাইতে হয় সে মত সত্য কি মিথ্যা ইহা বিজ্ঞ লোকের অনায়াসে বোধ গম্য হইতে পারে ।

পুনশ্চ লেখেন যে "বেদার্থ নির্ণায়ক যে মুনিগণ তাঁহারদিগের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে একারণ বেদার্থ নির্ণায়ক যে পুরাণ ইতিহাস তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ বলিতে হইবে।" উত্তর, বেদার্থ নির্ণয়কর্ত্তা মুনিগণের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে এনিমিত্ত যদি বেদ বিচারণীয় না হয়েন তবে পরস্পর বিরুদ্ধ

যে ব্যাসাদি মুনি বাক্য তাহা কি রূপে বিচারণীয় হইতে পারে ? অতএব এই যুক্তির অনুসারে পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি যাহা মুনি বাক্য তাহাও বিচারণীয় না হইয়া সকল ধর্ম্মের লোপাপত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে দুর্জ্ঞেয় নিমিত্ত বেদ যদি ব্যবহার্য্য না হয়েন তবে আপনারা গায়ত্রী সন্ধ্যা জপ সংস্কার প্রভৃতি বেদ মন্ত্রে করেন কি পুরাণ বচনে করিয়া থাকেন। যদি বেদমন্ত্রে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন তবে বেদকে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অমান্য কেন করেন ? পুরাণাদিতে বেদার্থকে এবং নানা প্রকার নীতিকে ইতিহাস ছলে অজ্ঞানি স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুদিগের নিমিত্তে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন সুতরাং সাক্ষাৎ বেদ হইলে শূদ্রাদির শ্রোতব্য হইতেন না এবং আপনকার যে মতে বেদ অবিচারণীয় হয়েন সে মতে পুরাণাদি সাক্ষাৎ বেদ হইলে তাহাও অবিচারণীয় হইতে পারে। তবে যে বেদের তুল্য করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে বেদ হইতে গুরুতর লিখেন আর আগমকে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এসকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র। যেমন " ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং " অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন যে এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন, আর যেমন পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তর শত নামের ফলে লিখিয়াছেন যথা

রাজানোদাসতাংযান্তি বহ্নয়োযান্তি শীততাং ॥
পদ্মপুরাণং ॥

এই স্তবের পাঠ করিলে রাজা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন আর অগ্নি সকল শীতল হয়।

যদি এই বাক্য প্রশংসা পর না হইয়া যথার্থ হইত তবে এই স্তব পাঠ করিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে কদাপি দগ্ধ হইত না। আর দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় এমত স্মৃতিতে কহিয়াছেন সে নিন্দা দ্বারা শাসন-পর না হইয়া যদি যথার্থ ব্রহ্ম হত্যা হইত তবে পূতিকা ভক্ষণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কেন না করে? এই রূপে ঐ সকল বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর কোন স্থানে বা শাসন পর হয়। পুরাণ ইতিহাসের যে তাৎপর্য্য তাহা ঐ পুরাণ ইতি-হাসের কর্ত্তা তাহাতেই কহিয়াছেন।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থাঃ প্রদর্শিতাঃ॥
ভাগবতং॥

স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ এই সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে পারে না এনিমিত্ত ভারতের ব্যপদেশ দ্বারা তাবৎ বেদের অর্থ স্পষ্ট রূপে কহিয়াছেন।

সর্ব্ববেদার্থসংযুক্তং পুরাণং ভারতং শুভং।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কৃপার্থংমুনিনা কৃতং॥
ভাগবতং॥

সকল বেদার্থ সম্বলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে স্ত্রী শূদ্র পতিত ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদব্যাস কহিয়াছেন॥

অতএব বেদ এবং বেদশিরোভাগ উপনিষদের আলো-চনাতে যাহারদিগের অধিকার আছে তাঁহারা সেই অনু-ষ্ঠানের দ্বারাই কৃতার্থ হইবেন।

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি॥
শ্রুতিঃ॥

সেই পরমাত্মাকে বেদ বাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল জানিতে ইচ্ছা করেন॥

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞোযত্র তত্রাশ্রমে বসন্ ।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ সব্রহ্মভূয়ায়ংকল্পতে ॥
মনুঃ ॥

যে ব্যক্তি বেদ শাস্ত্রের অর্থ যথার্থ রূপে জানে এবং তাহার অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে থাকে ইহ লোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয় ॥

যাবেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়োযাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ ।
সর্ব্বাস্তানিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃস্মৃতাঃ ॥

বেদের বিরুদ্ধ যে যে স্মৃতি ও বেদ বিরুদ্ধ তর্ক্ক সে সকলকে নিষ্ফল করিয়া জানিবে যেহেতু মনু প্রভৃতি ঋষিরা তাহাকে নরক সাধন করিয়া কহেন ॥

গোস্বামী লেখেন যে "বেদান্ত সূত্র অতি কঠিন, ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না পাইয়া বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থ স্বরূপ পুরাণ চক্রবর্ত্তি শ্রীভাগবত মহাপুরাণ করিয়াছেন," এবং এই বিষয়ে গরুড়পুরাণের প্রমাণ লিখিয়াছেন । যথা

" অর্থোঽয়ংব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥
পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ।"

উত্তর । শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন এমত বিবাদ করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি কিন্তু বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ যে শ্রীভাগবত নহেন ইহাতে কি অন্যের কি আমারদিগের সকলেরই নিশ্চয় আছে ; এবং ইহাও অনেকে জানেন যে তাবদ্দেশের অশ্রুত নবীন বার্ত্তা এতদ্দেশীয়

বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্প্রতি উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহা স্থাপনের নিমিত্ত গরুড় পুরাণীয় কহিয়া ঐ রূপ বচনের রচনা করিয়াছেন। তথাপি শ্রীভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ যে নহেন এবিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ ঐ সকল বচন যাহা আপনি লিখিয়াছেন প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীধর স্বামী যিনি ভাগবতকে লোকে পুরাণ করিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন তিনিও এরূপ গরুড়পুরাণের স্পষ্ট বচন থাকিতে ইহা হইতে অস্পষ্ট বচন সকল ভাগবতের প্রমাণের নিমিত্ত আপন টীকার প্রথমে লিখিতেন না। তৃতীয়তঃ আপনকার লিখিত গরুড় পুরাণের বচনের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে ইতিহাস শ্রেষ্ঠ যে মহাভারত ও বেদার্থ নির্ণায়ক যে বেদান্ত সূত্র তাহার অর্থকে শ্রীভাগবতে বিবরণ করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণের মাহাত্ম্য কথনে আপনি পূর্ব্বে লেখেন যে পুরাণ সকল সাক্ষাৎ বেদ এবং সাক্ষাৎ বেদার্থকে কহেন ইহাতে আপনকার পূর্ব্বাপর বাক্যে বিরোধ হয়। চতুর্থতঃ এদেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এই অবসর পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড় পুরাণ বলিয়া বচন সকলের রচনা করিয়াছেন এবং দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে যাঁহারদিগের জন্ম এবং অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ এমত নবীন নবীন ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন করিবার নিমিত্ত যেমন ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণ বলিয়া বচন সকলকে কল্পনা করিয়াছেন সেই রূপ কোন কোন শাক্ত শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়া কালীপুরাণকে ভাগবত রূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণীয় বচনেরও প্রকাশ করেন।

ভগবত্যাঃ কালিকায়ামাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥
কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানোধূর্ত্তাবৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্যম্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥

যে গ্রন্থেতে নানা অসুর বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন তাহাকে ভাগবত করিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানি ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্য যুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবেক॥

অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থকারের অধৃত বচন সকলকে শুনিবা মাত্র যদি পুরাণ বলিয়া মান্য করা যায় তবে পূর্ব্বের লিখিত বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং এই রূপ শাক্তের কথিত বচন এই দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং অর্থের অনির্ণয় ও ধর্ম্মের লোপ এককালেই হইয়া উঠে। অতএব যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্ব্ব সম্মত টীকা না থাকে তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ শ্রীভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য নহেন ইহা যুক্তির দ্বারাতেও অতি সুব্যক্ত হইতেছে যেহেতু "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অবধি "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ শত বেদান্ত সূত্র সংসারে বিখ্যাত আছে তাহার মধ্যে কোন্ সূত্রের বিবরণ স্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলেই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য রূপ গ্রন্থ শ্রীভাগবত বটেন্ কি না তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক।

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ
স্তেয়ংস্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্ক্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি সচেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতোযাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥
ভাগবতং॥

কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়িয়া দিতেন ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়া দুর্ব্বাক্য কহিলে হাসিতেন, আর চৌর্য্য বৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে সুস্বাদু দধি দুগ্ধ তাহা ভক্ষণ করিতেন আর আপন খাদ্য ঐ দধি দুগ্ধ বানরদিগকে বিভাগ করিয়া দিতেন আর খাইতে না পারিলে সেই সকল ভাণ্ড ভাঙ্গিতেন আর খাদ্য দ্রব্য না পাইলে ক্রোধ করিয়া গোপ বালকদিগকে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন॥

এবংধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ।
স্তেয়োপায়ৈর্ব্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকোঽয়মাস্তে॥
ভাগবতং॥

এই রূপে পরিষ্কৃত গৃহের মধ্যে বিষ্ঠা মূত্রাদি ত্যাগ করিতেন, চৌর্য্য কর্ম্ম করিয়াও সাধুর ন্যায় প্রসন্নরূপে থাকিতেন॥

শ্রীভগবানুবাচ॥
ভবত্যোযদি মে দাস্যোময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ॥
ভাগবতং॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদিগের প্রতি কহিতেছেন যদি তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে তোমরা হাস্য বদনে আমার নিকট ঐ রূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর॥

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং।
গণ্ডে গণ্ডংসংদধত্যাঃপ্রাদাৎতাম্বূলচর্ব্বিতং॥
ভাগবতং॥

নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডল দ্বয় তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন গণ্ড সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ড দেশে অর্পণ করিতেছেন এমন যে কোন গোপী তাহার মুখ হইতে চর্ব্বিত তাম্বূল শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিতেন॥

বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্ব্ব লোক বিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন ?॰ অধিকন্তু, কৃষ্ণ নাম আর তাহার অন্য অন্য প্রসিদ্ধ নাম ও তাঁহার

ৰূপ ও গুণ বর্ণনেতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু বেদান্ত সূত্রে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কি কৃ-ষ্ণের কোন প্রসিদ্ধ নামের লেশও নাই; সুতরাং তাঁহার ৰূপ গুণবর্ণনের সহিত বিষয় কি ? অতএব যাঁহার সামান্য বোধ আছে এবং পক্ষপাতে যিনি নিতান্ত মগ্ন না হইয়া থাকেন তিনি অবশ্যই জানিবেন যে যে গ্রন্থ যাঁহার উদ্দেশে হয় তাহাতে সেই দেবতার অথবা সেই ব্যক্তির প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের বর্ণন বাহুল্য ৰূপে অবশ্যই থাকে কিন্তু সর্ব্ব প্রকারে তাহার নাম গুণ বর্ণন হইতে শূন্য হয় না। অতএব এই সকল বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে বেদান্ত সূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই। কেবল যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ আপন ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা অক্ষর সকলকে খণ্ড বিখণ্ড করত বেদান্ত শাস্ত্রকে স্পষ্টা-র্থের অন্যথা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে এবং তাঁহার রাস ক্রীড়াদি লীলাপক্ষে বিবরণ করিয়াছেন এমত নহে কিন্তু এই ৰূপে শৈব সকলও ঐ বেদান্তসূত্রকে নিজ ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা শিব পক্ষে ও তাঁহার কোচ বধূর সহিত লীলা পক্ষে অক্ষর সকলকে ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন এবং এই ৰূপে বিষ্ণু প্রধান শ্রীভাগবতকে কালী পক্ষে ব্যাখ্যা কোন শাক্ত বিশেষে করিয়াছেন; অতএব এ ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা প্রকরণকে এবং প্রসিদ্ধার্থকে ত্যাগ করিয়া এৰূপ ব্যাখ্যার প্রামাণ্য করিলে কোন্ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য তাহা স্থির না হইয়া শাস্ত্র সকল কদাপি প্রমাণ হইতে পারে না। ষষ্ঠতঃ বেদান্ত ভিন্ন অন্য অন্য দর্শনকার আপন আপন দর্শনের ভাষ্য কেহ করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য আচার্য্য সকলে করি-

য়াছেন অতএব এরীতি দ্বারাও বুঝা যায় যে আপন কৃত বেদান্ত সূত্রের অর্থ বেদব্যাস করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য ভগবান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন। সপ্তমতঃ শাস্ত্রের প্রমাণ শাস্ত্রান্তরও হয়েন অতএব গোতম কণাদ জৈমিনি প্রভৃতি অন্য অন্য দর্শনকার যাঁহারা বেদব্যাসের সমকালীন এবং ভ্রম প্রমাদ রহিত ছিলেন তাঁহারা. এবং তাঁহারদিগের ভাষ্যকারেরা যখন আপন আপন গ্রন্থে বেদান্ত মতকে উত্থাপন করিয়াছেন তখন অদ্বৈতবাদ বলিয়া বেদান্তের মতকে কহিয়াছেন কিন্তু আপনকার মতে শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য সাকার গোপীজন বল্লভ যে পরিমিত রূপ তিনি যে বেদান্তের প্রতিপাদ্য হয়েন এমত কেহ কহেন নাই। অষ্টমতঃ বেদার্থ বিবরণ কর্ত্তা যত মুনি তাঁহারদিগের মধ্যে ভগবান্ মনু সকলের প্রধান তাঁহার বাক্যের বিপরীত যে সকল স্মৃতি বাক্য তাহা অপ্রমাণ হয় যেহেতু বৃহস্পতি কহেন।

মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে ॥
মনুর অর্থের বিপরীত যে ঋষিবাক্য তাহা মান্য নহে।

অতএব সেই ভগবান্ মনু বেদের অধ্যাত্ম কাণ্ডের অর্থের বিবরণে বেদান্ত সম্মত অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করেন কিন্তু ভাগবতীয় হস্ত পদাদি বিশিষ্ট পরিমিত বিগ্রহকে প্রতিপন্ন করেন নাই।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমংপশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥
মনুঃ ॥

যে ব্যক্তি স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখে এবং আত্মাতে

সকল ভূতকে দেখে এমত রূপ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মার্পণ ন্যায়ে যাগাদি কর্ম্ম করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় ॥

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

মনুঃ ॥

সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্ম জ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম করিয়া জানিবে যেহেতু তাবৎ ধর্ম্ম হইতে আত্ম জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং তাহার দ্বারাই মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
সসর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরংপদং ॥

মনুঃ ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্ব ভূতে আত্মাকে সমতা ভাবে জ্ঞান করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় ॥

বরঞ্চ যেমন অন্য অন্য দেবতাকে এঁক এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া ভগবান্ মনু কহিয়াছেন সেই রূপ বিষ্ণুকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাত্র করিয়া কহেন। যথা

মনসীন্দুংদিশংশ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং।
বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিং ॥

মনুঃ॥

মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র এই রূপ কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দিক্ হয়েন পাদের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও বলের অধিষ্ঠাতা হর এবংবাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্নি আর গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও সন্তান উৎপত্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি হয়েন, ইঁহারদিগের ঐ ষট্ অঙ্গের সহিত অভেদরূপে ভাবনা করিবেক ॥

নবমতঃ অন্য অন্য পুরাণ ইতিহাস করিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ না হইলে পর শ্রীভাগবত রচনা করিলেন এই আপনকার যে লেখন ইহার প্রামাণ্যে আদৌ কোন ঋষি বাক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ পশ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্ব্বের গ্রন্থ

করাতে চিত্তের পরিতোষ হয় নাই এরূপ যুক্তির দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে চাহেন তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদব্যাস রচনা করেন তবে ঐ যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীভাগবত করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচিলেন।

ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্ব্বিংশতি শৈবকং॥
দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি।
ভাগবতং॥

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
বিষ্ণুপুরাণং॥

ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবতকে সর্ব্বদা পঞ্চম করিয়া কহেন। দশমতঃ যদি বল শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ হইতে শ্রীভাগবতকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। উত্তর, কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্ব্বোত্তম করিয়া কহিয়াছেন এমত নহে বরঞ্চ প্রত্যেক পুরাণের শেষে ঐ রূপে সেই সেই পুরাণকে অন্য হইতে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতোযথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥
ভাগবতং॥

অর্থাৎ ভাগবত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন॥

প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ।
ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতাসু সরস্বতী॥
তথা সর্ব্বপুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তং॥

অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন।

এই রূপ প্রশংসার দ্বারা অন্য অন্য পুরাণের অপ্রাধান্য তাৎপর্য্য হইলে পুরাণ সকল পরস্পর অনৈক্য হইয়া কোন পুরাণের প্রামাণ্য থাকে না অতএব ইহার তাৎপর্য্য প্রশংসা মাত্র কিন্তু অন্য পুরাণের খণ্ডন তাৎপর্য্য নহে। অধিকন্তু এস্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে যদি বেদ বেদান্ত শাস্ত্র কঠিন রচনা এবং দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত আপনকার মতে অবিচারণীয় হয়েন তবে শ্রীভাগবত যাহাকে বেদ বেদান্ত হইতেও কঠিন এবং দুর্জ্ঞেয় দেখা যাইতেছে তিনি কি রূপে বিচারণীয় হইতে পারেন?

গোস্বামী লেখেন যে "ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণ মূর্ত্তি হয়েন কিন্তু সে আকার মায়িক নহে কেবল আনন্দের হয় আর সেই আকার কেবল ভক্ত জনের চক্ষুর্গোচর হয়।" ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে যে ব্রহ্ম আকার ভিন্ন হয়েন, এবং ইহার প্রতিপাদক শ্রুতি ও বেদান্ত সূত্র ও স্মৃতি প্রভৃতির প্রমাণ ভূরি ভূরি দেওয়া গিয়াছে অতএব তাহা এস্থলে পুনর্ব্বার লিখিবার আর প্রয়োজন নাই। বেদ সম্মত যুক্তি দ্বারাতে এইক্ষণে প্রতিপন্ন করা যাইতেছে যে যে বস্তু সাকার সে সর্ব্বব্যাপী নিত্য ব্রহ্ম স্বরূপ কদাপি হইতে পারে না, যেহেতু প্রত্যক্ষ আমরা দেখিতেছি যে আকার বিশিষ্ট কোন এক বস্তু যদিও অত্যন্ত বৃহৎ হয় তথাপি সে আকাশের অবশ্য ব্যাপ্য হইয়া থাকে সে বিশ্বের ব্যাপক হইতে পারে না; সুতরাং সেই বস্তু অবশ্যই পরিমিত ও নশ্বর হইবেক। ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে যে কোন বস্তু চক্ষুর্গোচর হয় সে কদাপি স্থায়ী নহে। অতএব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে পরিমিত এবং অস্থায়ী তাহাকে

ব্যাপক এবং নিত্য স্থায়ি পরমেশ্বর করিয়া কিৰূপে কহা যায় ? যাহা বেদের বিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ তাহাকে বেদে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার আছে সে কিৰূপে মান্য করিতে পারে ? আনন্দের আকার এবং সেই আকার কেবল ভক্তদিগের চক্ষুর্গোচর হয় আপনকার যে এই কথা ইহা অত্যন্ত অসম্ভাবিত, যেহেতু জড় পদার্থ ভিন্ন কি কাহারও আকার আছে যে সে কোন ব্যক্তির চক্ষুর্গোচর হইবে ? এৰূপ বিশ্বাস তাবৎ হইতে পারে না যাবৎ বুদ্ধি বৃত্তি সকল এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল পক্ষপাতের দ্বারা একেবারে অবশ না হয়। বস্তুতঃ আনন্দের হস্ত পদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এসকল ৰূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হয়, কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস এ দুইকে ধন্য করিয়া মানি যে অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে আনন্দের রচিত হস্ত পাদাদি বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছেন তাঁহার বেশ ভূষা বস্ত্র অভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শ্ববর্ত্তি ও প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দেরই রচিত হয়।

আর লেখেন যে "সাকার হইলে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অস্থায়ী এবং পরিমিত হয় এবং আনন্দ নির্ম্মিত অবয়বের অসম্ভব এ দুই তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে।" উত্তর, যেখানে যেখানে তর্কের নিষেধ আছে সে বেদ বিরুদ্ধ তর্ক জানিবে কিন্তু বেদ সম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সর্ব্বথা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি

বেদব্যাস এবং আচার্য্য প্রভৃতি এই রূপ বেদ সম্মত যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া পরমেশ্বরকে অরূপ অদ্বিতীয় অচিন্ত্য অতীন্দ্রিয় অগ্রাহ্য সর্ব্বব্যাপি করিয়া কহিয়াছেন এবং ব্রহ্ম ভিন্ন যাবৎ বস্তুকে অল্প নশ্বর এবং নিরানন্দ করিয়া কহেন। আমরাও ঐরূপ অর্থকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিয়া থাকি।

শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ॥

শ্রুতিঃ॥

বেদ বাক্যের দ্বারা পরমাত্মাকে শ্রবণ করিয়া যুক্তির দ্বারা নিশ্চিত করিবেক।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

মনুঃ॥

যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রকে বেদ সম্মত তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করে সেই ব্যক্তি ধর্ম্মকে জানে ইতরে জানে না।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

বৃহস্পতিঃ॥

কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অর্থের নিশ্চয় করিবেক না, যেহেতু তর্ক বিনা শাস্ত্রার্থকে নির্ণয় করিলে ধর্ম্মের হানি হয়।

আপনি লেখেন যে " বেদে ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণেতে সাকার বিগ্রহ কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাকার যে কৃষ্ণ কেবল তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন।" ইহার উত্তর, শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া যে কহিয়াছেন ইহা বেদের কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না এবং ইহা অত্যন্ত অসম্ভব ও অপ্রসিদ্ধ কথা; কারণ ভগবান্ বেদব্যাস কৃত বেদান্ত দর্শন দ্বারা নিঃসন্দেহ রূপে স্থাপিত হইয়াছে যে সমুদয় বেদের প্রতিপাদ্য এক মাত্র নিরাকার

জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর হয়েন এবং ইহার প্রমাণ সাক্ষাৎ শ্রুতিতে ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হইতেছে। বেদেতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ের এই মাত্র কথা আছে।

তদ্ধৈতৎ ঘোরআঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় আক্ত্বোবাচ অপিপাসএব সবভূব সোঽন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি ॥

ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ ॥

অঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোন এক ঋষি তিনি দেবকী পুত্র কৃষ্ণকে পুরুষ যজ্ঞ বিদ্যার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে যে ব্যক্তি পুরুষ যজ্ঞকে জানেন তিনি মরণ সময়ে এই তিন মন্ত্রের জপ করিবেন, পরে কৃষ্ণ ঐ ঋষি হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে নিস্পৃহ হইলেন ॥

আর পুরাণ শাস্ত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম রূপে সংস্থাপন করিবার যে মানস করিয়াছেন সেও অসাধ্য; তবে আপনার এই মানস সিদ্ধ হইবার কতক উপায় থাকিত যদি পুরাণোক্ত সকল সাকারের মধ্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া সকল পুরাণে কহিতেন। যেমন শ্রীভাগবত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহিয়া বিস্তার রূপে তাঁহার বর্ণন করেন, সেই রূপ শিব পুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং কালী পুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকে ও শাম্ব পুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য্যকে বিশেষ রূপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, এবং মহাভারতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনকেই ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন। অতএব ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এই প্রমাণের বলে যদি দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণবিগ্রহকে কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মানা যায় তবে ব্রহ্মা সদাশিব সূর্য্য প্রভৃতি যাঁহারদিগকে পুরাণ শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহারদিগের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া কেন

না স্বীকার কর ? যদি কহ পুরাণাদিতে অনেক স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন আর অন্যকে বাহুল্য রূপে কহেন নাই এপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর, যাহারদিগের নিকট যে গ্রন্থ শাস্ত্র রূপে প্রমাণ হয় তাহারা এমত কহে না যে বারম্বার তাহাতে যাহা কহেন তাহা মান্য আর একবার দুইবার যাহা কহেন তাহা মান্য নহে, যেহেতু যাহার বাক্য প্রমাণ হয় তাহার একবার কথিত বাক্যকেও প্রমাণ করিয়া মানিতে হয়। অন্য অপেক্ষা করিয়া যে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাহুল্য রূপে কহিয়াছেন এমতও নহে, মহাভারতে বরঞ্চ কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন অপেক্ষা শিবমাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে এবং সকল পুরাণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য অপেক্ষা ভগবান্ শিবের এবং ভগবতীর বর্ণন অল্প হইবেক না। যদি বল যাঁহাকে যাঁহাকে পুরাণেতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন সুতরাংতাঁহারদিগের হস্ত পাদাদি অবয়বও ঐ রূপ আনন্দ নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর, অবয়ব বিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে "একমেবাদ্বিতীয়ং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ বেদ সম্মত যুক্তির দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ এক বিনা অনেক হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ পুরাণে যাঁহাকে যাঁহাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহারদিগের সকলের আনন্দময় হস্ত পাদাদি অবয়ব স্বীকার করিলে সর্ব্ব প্রকারে প্রত্যক্ষের বিপরীত হয়, যেহেতু তাহা হইলে সূর্য্য যাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে তাহার আনন্দ নির্ম্মিত শরীর স্বীকার করিতে হইবেক, এবং সুতরাং প্রত্যক্ষ

বিরুদ্ধ ইহাও মানিতে হইবেক যে সূর্য্যের আনন্দময় উত্তা-
পের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা সুখানুভব হইতেছে। যদি
বল যে যে সকল দেবতারদিগের ব্রহ্ম রূপে বর্ণন আছে
তাঁহারা অনেক হইয়াও বস্তুতঃ এক হয়েন। উত্তর, পরমাত্ম
দৃষ্টিতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই এক বটেন কিন্তু নাম
রূপ ময় প্রপঞ্চ দৃষ্টিতে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ একবক্ত্র পঞ্চবক্ত্র
কৃষ্ণবর্ণ শ্বেত বর্ণ ইত্যাদি ভিন্ন শরীরের ঐক্য স্বীকার করিলে
ঘট পট পাষাণ বৃক্ষ ইত্যাদিরও ঐক্য মানিয়া প্রত্যক্ষকে
এবং শাস্ত্রকে একেবারেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। যদি বল
এই রূপে যত নাম রূপ বিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহি-
য়াছেন তবে সে সকল শাস্ত্র কি অপ্রমাণ? উত্তর, সে সকল
শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণ যেহেতু তাহার মীমাংসা সেই সকল
শাস্ত্রে ও বেদান্ত সূত্রে করিয়াছেন।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ॥
বেদান্তসূত্রং॥

নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে নাম
রূপের আরোপ করিতে পারে না যেহেতু ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট
হয়েন; আর উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্টে হইতে পারে কিন্তু
অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্টে হইতে পারে না। যেমন রাজার
অমাত্যে রাজবুদ্ধি করা যায় কিন্তু রাজাতে অমাত্য বুদ্ধি করা যায় না।

অতএব নাম রূপ সকল যে সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয়
করিয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া
ব্রহ্ম রূপে বর্ণন করা অশাস্ত্র নহে। এই রূপে নাম রূপ
বিশিষ্ট সকলকে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্ম রূপে বর্ণন
করাতে কি জানি ঐ সকলকে নিত্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম করিয়া
যদি লোকের ভ্রম হয় এনিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে তাঁহারদিগ-

কে পুনর্ব্বার জন্য এবং নশ্বর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যেন কোন মতে এমত ভ্রম না হয় যে তাহারদিগের কেহ স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম হয়েন। এস্থলে তাহার এক উদাহরণ লেখা যাইতেছে এই রূপে অন্যত্র জানিবেন। শ্রীকৃষ্ণকে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্ম রূপে বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার দান ধর্ম্মে লেখেন

রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেন জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা॥

মহাভারতং॥

শিব ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের সকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে॥

প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥

সৌপ্তিকপর্ব্ব॥

মহাদেব হইতে শত শত সহস্র সহস্র হৃষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন।

ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ।

দানধর্ম্মঃ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আর সকল দেবতার সৃষ্টি কর্ত্তা মহাদেব হয়েন।

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশানএব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণং॥

বিষ্ণুর এবং আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের যে হেতু শরীর গ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে।

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥

কুলার্ণবঃ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবৎ শরীর বিশিষ্ট বস্তু সকলে নাশকে পাইবেন অতএব আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক।

বিশেষতঃ ভাগবতেই কহেন যে ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করিতেন, ইহার দ্বারা ঐ ভাগবতে স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে উপাসক যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি সাক্ষাৎ উপাস্য ব্রহ্ম নহেন।

ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্যতঃ।
ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতেঃপরং ॥
ভাগবতং ॥

কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতেছেন কোথায় বা প্রকৃতিরপর যে ব্যাপক এক পরমাত্মা তাঁহার ধ্যান করিতেছেন এমত রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন ।

আপনি " চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥ " এ বচনের তাৎপর্য্য এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে চিন্ময় চতুর্ভুজাদি আকারের ধ্যানের নিমিত্ত প্রতিমা করা যায়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে চিন্ময়স্য ইত্যাদি শ্লোকের প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে এই অর্থ স্পষ্ট রূপে নিষ্পন্ন হইতেছে যে জ্ঞান স্বরূপ দ্বিতীয় রহিত বিভাগ শূন্য এবং শরীর রহিত যে পরব্রহ্ম তাঁহার রূপের কল্পনা উপাসকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন্ শব্দ হইতে চতুর্ভুজাদি আকার আপনি প্রতিপন্ন করেন। বিশেষতঃ শ্লোকের অর্থ এই যে রূপ রহিতের রূপ কল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন আপনি ব্যাখ্যা করেন যে চতুর্ভুজাদি রূপের কল্পনা করিয়াছেন অতএব যে সকল ব্যক্তি প্রথম অবধি আপনকারদিগের মতে প্রবিষ্ট হইয়া পক্ষপাতে মগ্ন না হইয়া থাকে তাহারা এ রূপ সর্ব্ব প্রকার বিপরীত ব্যাখ্যাকে কর্ণেও স্থান দেয় না। বাস্তবিক যে যে বচনে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ শতভুজ সহস্রভুজ ইত্যাদি রূপকে ব্রহ্মের আরোপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেই সকল বচনের সহিত বেদান্ত সূত্রের একবাক্যতা করিয়া তাবৎ ঋষিরা ও গ্রন্থকর্ত্তারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে সেই সকল আকার কল্পনা মাত্র যাব-

পর্য্যন্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা না হয় তাবৎ ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়,কিন্তু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইলে পরে কাল্পনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে না যেহেতু সেই ব্যক্তি সকল বিশ্বের পূজ্য হয়।

সর্ব্বে অস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি॥
ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ॥
ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি সকলকে দেবতারা পূজা করেন।

তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে॥
বৃহদারণ্যকং॥
ব্রহ্ম নিষ্ঠের বিঘ্ন করিতে দেবতারাও সমর্থ হয়েন না।

আর যদ্যপি শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সাকারকে ব্রহ্ম করিয়া ভূরি স্থানে কহিয়াছেন বস্তুতঃ পর্য্যবসানে অধ্যাত্ম জ্ঞানকেই সর্ব্বত্র দৃঢ় করিয়াছেন।যেমন শ্রীভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম রূপে জ্ঞান করিতে কহিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে কি কৃষ্ণকে কি তাবৎ চরাচরকে ব্রহ্ম রূপে জ্ঞান করিবে। অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম রূপে জ্ঞান করে সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব কেন বিপ্রতিপত্তি করিবেক।

অহংযূয়মসাবার্য্যইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং॥
ভাগবতং॥

হে যদুবংশ শ্রেষ্ঠ বসুদেব আমি ও তোমরা এবং এই বলদেব আর দ্বারকাবাসি যাবৎ লোক এসকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এসকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান এমত নহে কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান।

অতএব যে ভাগবতে কৃষ্ণবিগ্রহকে ব্রহ্ম কহেন সেই ভাগবতে ঐ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিধি দিতেছেন যে যেমন আ-

আত্মার শ্রবণ মননাদি বিনা কোন এক অবয়বিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তিভাগী হয় না, সকল শ্রুতি একবাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ।

শ্রুতিঃ ॥

সেই আত্মাকেই জানিলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় মুক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই।

নান্যঃপন্থা বিমুক্তয়ে ॥

শ্রুতিঃ ॥

তত্ত্ব জ্ঞান বিনা মুক্তির অন্য উপায় নাই ॥

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাংএকোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥

কঠশ্রুতিঃ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণির কামনাকে দেন, তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতরদিগের সে সুখ হয় না॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে “ উপাসনা পরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হয় না নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা বিবেচনা করিয়া বুঝ । ” ইহার উত্তর। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি সেই পরম্পরা উপাসনা হয় আর যখন অভ্যাস বশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্ম সত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাকেই আত্ম সাক্ষাৎকার কহি কিন্তু ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং নশ্বরকে নিত্য আর অপরিমিত পরমাত্মাকে পরিমিত অঙ্গীকার করাকে পরম্পরা উপাসনা কহেন বস্তুতঃ সে

উপাসনাই হয় না কেবল কল্পনা মাত্র। রাজাদিগের সেবা তাঁহারদিগের শরীর দ্বারা ব্যতিরেকে হয় না ইহা যথার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যেহেতু তাঁহারা শরীরি সুতরাং তাঁহারদিগের উপাসনা শরীর দ্বারা কর্ত্তব্য কিন্তু অশরীরী আকাশের ন্যায় ব্যাপক সদ্রূপ পরমেশ্বরের উপমা শরীরির সহিত দেওয়া শাস্ত্র এবং যুক্তির সর্ব্বথা বিরোধ হয়। তবে এ উপমা দেওয়াতে ভট্টাচার্য্যের ঐহিক লাভ আছে অতএব দিতে পারেন যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজারদিগের উপাসনা এই দুইকে তুল্য করিয়া জানিলে লোকে রাজারদিগের উপাসনায় যেমন উৎকোচ দিয়া থাকে সেই রূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছা সিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক, বিশেষ এই মাত্র রাজারদিগের নিমিত্ত যে উৎকোচ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্য্যাপ্ত হয় ঈশ্বরের নিমিত্ত যে উৎকোচ তাহা ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে।

আর লেখেন যে " ঐ এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে তাহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইবেক না।" উত্তর। জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই অতএব যে কোন বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে যদি ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে তবে এ যুক্তি ক্রমে কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষি সকলেরি উপাসনার তুল্য রূপে বিধি পাওয়া গেল তবে নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবতা বিগ্রহের উপাসনা কষ্ট সাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে। যদি বল দূরস্থ

দেবতা বিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্য রূপেই যদ্যপি ঐ সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয় তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেব বিগ্রহের পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে অতএব শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর। যদি শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের উপাসনা কর্ত্তব্য হয় তবে ঐ শাস্ত্রানুসারেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পরমাত্মার উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যাহার বিশেষবোধাধিকার এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা নাই সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্ত স্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবেক আর যিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তিনি আত্মার শ্রবণ মনন রূপ উপাসনা করিবেন, শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥

মহানির্ব্বাণং॥

এই রূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥

মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা জীবাত্মা রূপ শরকে তীক্ষ্ণ করিয়া প্রণব রূপ মহাস্ত্র ধনুকেতে তাহা সন্ধান করিবেক পশ্চাৎ ব্রহ্ম চিন্তন যুক্ত চিত্ত দ্বারা মনকে আকর্ষণ করিয়া অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্মেতে হে সৌম্য সেই জীবাত্মা রূপ শরকে বিদ্ধ কর।

তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং॥
তলবকারোপনিষৎ॥

সর্ব্বভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এইপ্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ চিন্তা কর্ত্তব্য হয়।

ভট্টাচার্য্য লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে "যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্ম ময় স্ফূর্ত্তি না হয় তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফল সিদ্ধি অবশ্য হয় আপনার বুদ্ধি দোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানিলে ফল. সিদ্ধির হানি হইতে পারে না যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয় ?" ইহার উত্তর। ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টকে আপন বুদ্ধি দোষে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি দর্শনের ফলের ন্যায় ফল সিদ্ধি হয় কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ থাকেন তিনি অবশ্য এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি দর্শনেতে যেমন ফল সিদ্ধি হয় সেইরূপ ফল সিদ্ধি এই সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবে-ক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয় সেইরূপ ভ্রম নাশ হইলেই ভ্রম জন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়, যখন ভট্টাচার্য্যের উপদেশ দ্বারা তাঁহার কোন সুবোধ শিষ্য ইহা জানিবেন তখন যথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয় আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই তাহার উপার্জ্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

আর লেখেন " যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন সেই রূপ ঈশ্বর রাম কৃষ্ণাদি মনুষ্য রূপে আ-চ্ছন্ন স্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্টি জগতের রক্ষা করেন"। উত্তর। কি রাম কৃষ্ণ বিগ্রহে কি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে পরমে-শ্বর স্বকীয় মায়ার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। অস্ম-

দাদির শরীরে এবং রাম কৃষ্ণ শরীরে ব্রহ্ম স্বরূপের ন্যূনাধিক্য নাই কেবল উপাধি ভেদ মাত্র। যেমন এক প্রদীপ সূক্ষ্ম আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায় সেই রূপ রামকৃষ্ণাদি শরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন আর সেই দীপ যেমন স্থূল আবরণ ঘটাদি মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায় না সেই রূপ ব্রহ্ম স্থাবরাদি শরীরে প্রকাশ পায়েন না অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সত্তার তারতম্য নাই।

অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং॥
ভাগবতং॥

হে যদুবংশ শ্রেষ্ঠ আমি ও তোমরা ও এই বলদেব আর দ্বারকা বাসি যাবৎ লোক এসকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এসকলকে ব্রহ্ম জানিবে এমত নহে কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান॥

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
গীতা॥

হে অর্জ্জুন হে শত্রুতাপজনক আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে এবং তোমারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে কিন্তু বিদ্যা মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত নহে এপ্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি আর তোমার চৈতন্য অবিদ্যা মায়াতে আবৃত আছে এই হেতু তুমি তাহা জানিতেছ না॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে অধো ঊর্দ্ধে তোমার অবিদ্যা দোষের দ্বারা যাহা যাহা নাম রূপে প্রকাশ্যমান দেখিতেছ সে সকল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং নিত্য ব্রহ্ম মাত্র হয়েন অর্থাৎ নাম রূপ সকল মায়া কার্য্য ব্রহ্মই কেবল সত্য সর্ব্ব ব্যাপক হয়েন।

ভট্টাচার্য্য ব্যঙ্গ পূর্ব্বক যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সে কেমন অদ্বৈতবাদী যে কহে যে রূপ গুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্যাদিও আকাশ মনঃ অন্নাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় এবং তাহারা ব্রহ্মোদ্দেশে উপাস্য হয় না। ইহার উত্তর। আমরা যে সকল গ্রন্থ এপর্য্যন্ত বিবরণ করিয়াছি তাহাতে ইহাই পরিপূর্ণ আছে যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, কোন বস্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্থিতি করে না, ব্রহ্মের উদ্দেশে দেব মনুষ্য পশু পক্ষিরও উপাসনা করিলে ব্রহ্মের গৌণ উপাসনা হয় এবং ঐ সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী কোন্ কোন্ ব্যক্তি ইহাও লিখিয়াছি। এসকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লেখেন ইহা জ্ঞানবান্ লোকের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তবে যে আমরা কি দেবতার কি মনুষ্যের কি অন্নের কি মনের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছি সে কেবল বেদান্ত মতানুসারে এবং বেদ সম্মত যুক্তি দ্বারা, যেহেতু ব্রহ্মের আরোপে যাবৎ মায়া কার্য্য নামরূপের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায় মায়িক নাম রূপাদি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কদাপি নহে।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ॥
বেদান্তসূত্রং॥

ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎ কারণ হয়েন না যেহেতু জগতের সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে এমত বেদে কহেন নাই।

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ॥
বেদান্তসূত্রং॥

সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তির ভেদ কথন বেদে আছে॥

বেদে এবং বেদান্ত শাস্ত্রে প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিদর্শন দ্বারা ব্রহ্ম সত্তাকে প্রমাণ করেন। তদ-

নন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সত্তা মাত্র চিন্মাত্র ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কহিয়া ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর ব্রহ্ম স্বরূপকে নির্দ্দেশ করিতে বাক্যময় বেদ অসমর্থ হইয়া ইহা স্বীকার করেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থতঃ অনির্ব্বচনীয় হয় তিনি কোন বিশেষণ দ্বারা নির্ধারিত রূপে কথন যোগ্য হয়েন না।

অথাত আদেশোনেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যাথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণাবৈ সত্যং তেষামেষ সত্যং ॥
বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥

নানা প্রকার সগুণ নির্গুণ স্বরূপে ব্রহ্মের বর্ণনের পরে দেখিলেন যে বাক্যের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে কহিতে পারেন না যেহেতু নামের দ্বারা কিম্বা রূপের দ্বারা অথবা কর্ম্মের দ্বারা অথবা জাতির দ্বারা অথবা অন্য কোন গুণের দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মেতে ইহার কিছুই নাই অতএব ইহা নহেন ইহা নহেন এই রূপে বেদে তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করেন। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয় কিম্বা মনের দ্বারা যাহার অনুভব হয় সে ব্রহ্ম নহে তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম বিজ্ঞান ঘন ব্রহ্ম আত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যে বেদে ব্রহ্মের কথন আছে সে উপদেশ মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মকে কহিতে লাগিলে এই পর্য্যন্ত কহা যায়। অতএব ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ইহা ভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে যথার্থ রূপ যে সত্য তিনিই ব্রহ্মঃ প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ ॥
তলবকারোপনিষৎ ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্ম জ্ঞানির হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্ম কে জানে না।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "যদি মন্দির মস্‌জিদ গিরিজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?" উত্তর, মস্‌জিদ গিরিজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণমৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা এ দুইয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত, যেহেতু মস্‌জিদ গিরিজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা ঐ মস্‌জিদ গিরিজাকে ঈশ্বর কহেন না, কিন্তু স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা উহাকেই ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন তাহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন, এই সকল ভোগ শয়নাদি ঈশ্বর ধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্‌জিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই ॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে " ইহাতে যদি কেহ কহে যে

ওঁ তৎসৎ ।

শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কৃত বাজসনেয়সংহিতোপ-
নিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণকে
ধৃত প্রমাণ সকলের বিবরণ ।

স্মার্ত্তধৃতযমদগ্নিবচন ॥

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ । উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা । রূপস্থানাংদেবতানাং পুং স্ত্র্যংশাদিককল্পনা ॥

বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ ২ অধ্যায় ॥

রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ । অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিনামার্ত্তিজন্মভিঃ । বর্জ্জিতঃশক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং ॥

স্মার্ত্তধৃতশাতাতপবচন ॥

অপ্সু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীষিণাং । কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মুর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ॥

ভাগবত ১০ স্কন্ধ ৮৪ অধ্যায় ॥

কিংস্বল্পতপসাংনৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং । দর্শনস্পার্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং॥ যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ । যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ ॥

কুলার্ণব ৯ উল্লাস॥

বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রামন্ত্রাধিপৈঃসহ। পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং। তালবৃন্তেন কিংকার্য্যংলব্ধে মলয়মারুতে॥

মহানির্ব্বাণ ॥

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং ॥

শ্রুতি ॥

আত্মা বাঅরে শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ আত্মেবোপাসীত ॥

স্মার্ত্তধৃতবিষ্ণুবচন ॥

যে সমর্থাজগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ। তেঽপি কালে প্রলীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যবচন ॥

গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ। ফেণপ্রখ্যঃকথংনাশং মর্ত্যলোকোন যাস্যতি ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ॥

বিষ্ণুঃশরীরগ্রহণমহমীশানএবচ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥

কুলার্ণব ১ উল্লাস ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৪৮ সূত্র ॥

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥

মনু ১২ অধ্যায় ৯২ শ্লোক ॥

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান॥

মনু ৪ অধ্যায় ২১ শ্লোক ॥

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা। নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥

মনু ৪ অধ্যায় ২২ শ্লোক ॥

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাঃ। অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥

মনু ৪ অধ্যায় ২৩ শ্লোক ॥

বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণান্ প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তোযজ্ঞনির্বৃতিমক্ষয়াং॥

মনু ৪ অধ্যায় ২৪ শ্লোক ॥

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাযজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃসদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা॥

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ॥

ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে॥

যোগবাশিষ্ঠ্য ॥

বহির্ব্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবম্বিহর রাঘব॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ দেবীমাহাত্ম্য ॥

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥

সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥

গীতা ১০ অধ্যায় ৪২ শ্লোক ॥

একাংশেন স্থিতোজগৎ॥

গীতা ৬ অধ্যায় ৪০ শ্লোক ॥

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥

মহাভারত ॥

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনোবিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥

তন্ত্র ॥

শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণাক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতোয়তিঃ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা ॥

ইতি বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ ভূমিকা ধৃত বচনানি সমাপ্তানি।

শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কৃত মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণকে ধৃত প্রমাণ সকলের বিবরণ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ভৃগুবল্লী ১ শ্রুতি ॥

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্রহ্মবল্লী ৯ শ্রুতি ॥

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥

তলবকারোপনিষদ্ ৬ শ্রুতি ॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং । তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ॥

ন তস্য প্রাণাউৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥

কঠোপনিষদ্ দ্বিতীয়াবল্লী ১৭ শ্রুতি ॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরং এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম-লোকে মহীয়তে ॥

দ্বিতীয় মুণ্ডক ২ খণ্ড ৪ শ্রুতি ॥

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে । অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ ॥

মনু ২ অধ্যায় ৮৪ শ্লোক ॥

ক্ষরন্তি সর্ব্বাবৈদিক্যোজুহোতিযজতিক্রিয়াঃ । অক্ষরং অক্ষয়ংজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ ॥

গীতা ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক ॥

ওঁ তৎসদিতিনির্দ্দেশোব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১ সূত্র ॥

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ॥

মনু ২ অধ্যায় ৮৭ শ্লোক ॥

জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেৎ ব্রাহ্মণোনাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যাৎ মৈত্রোব্রাহ্মণউচ্যতে॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র ॥

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ২৭ সূত্র ॥

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ॥

মনু ১২ অধ্যায় ৯২ শ্লোক ॥

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসেচ যত্নবান্ ॥

কেনোপনিষদ্ ৩৩ শ্রুতি ॥

সত্যমায়তনং ॥

মহাভারত॥

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং। অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেকং বিশিষ্যতে॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ব্রহ্মবল্লী ৯ শ্রুতি ॥

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

শ্বেতাশ্বতর ॥

যোব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ। তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥

শ্বেতাশ্বতর ॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈবচ তস্য লিঙ্গং। সকারণংকরণাধিপাধিপোন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ॥

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিংপতীনাং পরমংপরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৩৬ সূত্র ॥

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥

গীত ১৮ অধ্যায় ৬৬ শ্লোক ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকংশরণং ব্রজ। অহংত্বাংসর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৩৯ সূত্র ॥

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ৪ সূত্র ॥

ন প্রতীকেন হি সঃ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতি ॥

আত্মেত্যেবোপাসীত ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতি ॥

আত্মানমেব লোকমুপাসীত ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতি ॥

তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হেষাং সভবতি ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ৫ সূত্র ॥

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ৩ পাদ ১৫ সূত্র ॥

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥

বাজসনেয়োপনিষৎ ৩ শ্রুতি ॥

অসূর্য্যানাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতি ॥

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি সভূমা। যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যৎ শৃণোত্যন্যৎবিজানাতি তদল্পং ॥

তলবকারোপনিষৎ ১৪ শ্রুতি ॥

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।

শ্বেতাশ্বতর ॥

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং ॥

কঠোপনিষৎ তৃতীয়াবল্লী ১৫ শ্রুতি ॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ংতথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতি ॥

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৪ সূত্র ॥

অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ ॥

শ্বেতাশ্বর ॥

ন তস্য প্রতিমাস্তি ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতি ॥

সয়োহন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ রোৎস্যতীতি ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ ॥

ভাগবত ৩ স্কন্ধ ২৯ অধ্যায় ১৯ শ্লোক ॥

যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ১ খণ্ড ৪ শ্রুতি ॥

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদোবদন্তি পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরাঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রে-শ্যমগ্রাহ্যমিতি ॥

কঠোপনিষদ্ দ্বিতীয়াবল্লী ২ শ্রুতি ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাৎ বৃণীতে ॥

গীতা ২ অধ্যায় ৪২ । ৪৩ । ৪৪ শ্লোক ॥

যামিমাংপুষ্পিতাংবাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃপার্থনা-ন্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২ ॥ কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিংপ্রতি ॥৪৩॥ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃসমাধৌ নবিধীয়তে॥ ৪৪ ॥

কুলার্ণব ১ উল্লাস ॥

তস্মাদিত্যাদিকংকর্ম্ম লোকরঞ্জনকারণং। মোক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ॥

আহারসংযমক্লিষ্টাযথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ। ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃ-তিং তে ব্রজন্তি কিং॥

ছান্দোগ্য শ্রুতি ॥

আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃকর্ম্মাতিশেষেণাভিস-মাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ সখল্বেবং

বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে নচ পুনরাবর্ত্ততে নচ পুনরাবর্ত্ততে॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ ১ খণ্ড, ২ শ্রুতি ॥

শৌনকোহ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ কস্মিন্নু ভগবোবিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদংবিজ্ঞাতং ভবতীতি॥

গীতা ৪ অধ্যায় ৩৪ শ্লোক ॥

তদ্বিদ্ধি প্রাণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায়, ৪ পাদ, ৫১ সূত্র ॥

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ ১ খণ্ড, ১২ শ্রুতি ॥

তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং॥

গুরু প্রণাম ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

তন্ত্র ॥

গুরবোবহবঃসন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্ল্লভঃসদ্গুরুর্দ্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ্য ॥

বহির্ব্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদিসঙ্কল্পবর্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবম্বিহর রাঘব॥

ইতিমাণ্ডুক্যোপনিষৎধৃতবচনানি সমাপ্তানি।

শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে ধৃত বচন সকলের বিবরণ ।

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৪ সূত্র ।।

অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতি ।।

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৬ সূত্র ।।

আহ হি তন্মাত্রং ॥

কঠোপনিষৎ তৃতীয়া বল্লী ১৫ শ্রুতি ।।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং ॥

দ্বিতীয় মুণ্ডক ১ খণ্ড ২ শ্রুতি ।

সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ ॥

গীতা ৩ অধ্যায় ৪২ শ্লোক ।।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরংমনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ভৃগুবল্লী ১ শ্রুতি ।।

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্রহ্মবল্লী ৯ শ্রুতি ।।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মানসা সহ ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৭ সূত্র ॥

দর্শয়তি চাথোহপি চ স্মর্য্যতে ॥

ঈশোপনিষৎ ৩ শ্রুতি ॥

অসূর্য্যানাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥

তলবকারোপনিষৎ ১৪ শ্রুতি ॥

ন চেদিহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ ॥

শ্রুতি ॥

আত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥

শ্রুতি ॥

আত্মেবোপাসীত ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১ সূত্র ॥

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৩৬ সূত্র ॥

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৯ সূত্র ॥

তুল্যন্তু দর্শনং ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ॥

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশানএবচ। কারিতাস্তে য়তোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥

কুলার্ণব ১ উল্লাস ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥

স্মার্ত্তধৃতশাতাতপবচন ॥

কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং ॥

ভাগবত ১০ স্কন্ধ ॥

অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং ॥

স্মার্ত্ত ধৃত সাতাতপ বচন ॥

প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং ॥

শ্রুতি ॥

যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোহমস্মীতি ন সবেদ যথা পশুরেব সদেবানাং ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ১ পাদ ৭ সূত্র ॥

ভাক্তং বাঅনাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥

কুলার্ণব ॥

স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ব্বতে। স্থূলেন নিশ্চলং চোতোভবেৎ সূক্ষ্মেঽপি নিশ্চলং ॥

কুলার্ণব ॥

করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি। সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং ॥

বেদান্ত ১ অধ্যায় ৩ পাদ ২৬ সূত্র ॥

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥

কুলার্ণব ॥

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা। জপস্তুতিঃ স্যাদধমা হোম পূজাধমাধমা ॥

শ্রুতি ॥

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থাবিদ্যতেঽয়নায় ॥

শ্রুতি ॥

নান্যঃপন্থা বিমুক্তয়ে ॥

কঠোপনিষৎ পঞ্চমী বল্লী ১৩ শ্রুতি ॥

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥

মহানির্ব্বাণ ॥

এবংগুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং ॥

দ্বিতীয় মুণ্ডক ২ খণ্ড ৩ শ্রুতি ॥

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত। আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥

তলবকারোপনিষদ্ ৩১ শ্রুতি ॥

তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং ॥

ভাগবত ১০ স্কন্ধ ৮৫ অধ্যায় ২১ শ্লোক ॥

অহংযূয়মসাবার্য্যইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং ॥

গীতা ৪ অধ্যায় ৫ শ্লোক ॥

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

দ্বিতীয় মুণ্ডক ১২ শ্রুতি ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতংপুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদংবরিষ্ঠং ॥

বেদান্ত ১ অধ্যায় ১ পাদ ১৬ সূত্র ॥

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥

বেদান্ত ১ অধ্যায় ১ পাদ ২১ সূত্র ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতি ॥

অথাতআদেশোনেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎপরমস্তি অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যং ইতি প্রাণাবৈ সত্যংতেষামেষসত্যং ॥

তলবকারোপনিষৎ ১২ শ্রুতি ॥

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র ॥

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥

মনু ১২ অধ্যায় ৯২ শ্লোক ॥

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ ॥
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥

ইতি শ্রীভট্টাচার্য্যবিচারে ধৃতবচনানি সমাপ্তানি।

শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের গোস্বামির সহিত বিচারে ধৃত প্রমাণ সকলের বিবরণ ।

তলবকারোপনিষৎ ২ শ্রুতি ।

অন্যদেব তদ্বিদিতাৎ ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতি ॥

অথাতআদেশোনেতি নেতি ॥

কঠোপনিষৎ তৃতীয়া বল্লী ১৫ শ্রুতি ॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥

প্রথম মুণ্ডক ১ খণ্ড ৭ শ্রুতি ॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদমিতি ॥

মাণ্ডুক্য ৭ শ্রুতি ॥

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যং ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৪ সূত্র ॥

অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ ॥

শ্রুতি ॥

ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণোধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গোবেদোঽধ্যেয়োজ্ঞেয়শ্চ ইতি ॥

মনু ১২ অধ্যায় ৯২ শ্লোক ॥

আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥

শ্রুতি ॥

যৎ কিঞ্চিৎ মনুরবদৎ তদ্বৈ ভেষজং ॥

ব্যাসস্মৃতি ॥

বেদাদ্যোঽর্থঃস্বয়ংজ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেৎ যদি। ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং ॥

পদ্মপুরাণ ॥

রাজানোদাসতাংযান্তি বহ্নয়োযান্তি শীততাং ॥

ভাগবত ॥

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্না-য়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ ॥

ভাগবত ॥

সর্ব্ববেদার্থসংযুক্তং পুরাণং ভারতং স্মৃতং। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কৃপার্থং মুনিনা কৃতং ॥

শ্রুতি ॥

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রহ্মণাবিবিদিষন্তি ॥

মনু ১২ অধ্যায় ১০২ শ্লোক ॥

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞোযত্র তত্রাশ্রমে বসন্। ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স-ব্রহ্মভূয়ায় কল্প্যতে ॥

মনু ১২ অধ্যায় ৯৫ শ্লোক ॥

যাবেদবাহ্যাঃস্মৃতয়ঃ যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তানিষ্ফলাঃপ্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃস্মৃতাঃ ॥

পদ্মপুরাণ ॥

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥ পুরাণানাংসাররূপঃসাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। গ্রন্থো-ষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥

স্কন্দপুরাণ ॥

ভগবত্যাঃ কালিকায়ামাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে। নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ। কলৌ কেচিৎ দুরাত্মানোধূর্ত্তাবৈষ্ণবমানিনঃ। অন্যৎ ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥

ভাগবত ১০ স্কন্ধ ৮ অধ্যায় ২২ শ্লোক ॥

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ। স্তেয়ংস্বাদ্বত্ত্যথ-দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ॥ মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি সচেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি দ্রব্যালাভে স্বগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোস্য তোকান্॥

ভাগবত ১০ স্কন্ধ ৮ অধ্যায় ২৪ শ্লোক ॥

এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ। স্তেয়োপায়ৈর্ব্বি-রচিতকৃতিঃ সুপ্রতিকোযথাস্তে॥

ভাগবত ১০ স্কন্দ ২২ অধ্যায় ১২ শ্লোক ॥

ভবত্যোযদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ। অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছথ শুচিস্মিতাঃ॥

ভাগবত ১০ স্কন্দ ৩৩ অধ্যায় ১৪ শ্লোক ॥

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং। গণ্ডে গণ্ডং সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতং॥

বৃহস্পতিস্মৃতি ॥

মন্বর্থবিপরীতা য়া সাস্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥

মনু ১২ অধ্যায় ৯১ শ্লোক ॥

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্ময়াজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

মনু ১২ অধ্যায় ৮৫ শ্লোক ॥

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

মনু ১২ অধ্যায় ১২৫ শ্লোক ॥

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা সসর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং॥

মনু ১২ অধ্যায় ১২১ শ্লোক ॥

মনসীন্দুং দিশং শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং। বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিং॥

ভাগবত ১২ স্কন্ধ ॥

ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ। শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্ব্বিংশতি শৈবকং দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি॥

বিষ্ণুপুরাণ ॥

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা॥

ভাগবত ১২ স্কন্ধ ॥

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবনামচ্যুতোযথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ॥

প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ। ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতাসু সরস্বতী॥

শ্রুতি ॥

শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ॥

মনু ১২ অধ্যায় ১০৬ শ্লোক ॥

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

বৃহস্পতিস্মৃতি ॥

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ॥

তদ্ধৈতৎ ঘোরআঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় আক্ত্বোবাচ অপিপাসএব সবভূব সোঽন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি ব্রহ্মসংশিতমসীতি॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ৬ সূত্র ॥

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥

মহাভারত ॥

রুদ্রভক্ত্যা চ কৃষ্ণেন জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা॥

মহাভারতসৌপ্তিকপর্ব্ব ॥

প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥

মহাভারতদানধর্ম্ম ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরব্যয়ঃ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ॥

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশানএব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃস্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥

কুলার্ণব ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥

ভাগবত ১০ স্কন্ধ ৬৯ অধ্যায় ১৯ শ্লোক ॥

ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্‌যতঃ। ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং ॥

স্মার্ত্তধৃতযমদগ্নিবচন ॥

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতি ॥

সর্ব্বে অস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতি ॥

তস্য হ নদেবানাভূত্যা ঈশতে ॥

ভাগবত ১০ স্কন্ধ ৮৫ অধ্যায় ॥

অহং যূয়মসাবার্য্যইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং ॥

ভাগবত ৩ স্কন্ধ ২৯ অধ্যায় ॥

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবৎ ঈশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং ॥

ভাগবত ৩ স্কন্ধ ২৯ অধ্যায় ॥

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ *কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং ॥

ভাগবত ৩ স্কন্ধ ২৯ অধ্যায় ॥

যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

বেদান্ত ১ অধ্যায় ১ পাদ ৩০ সূত্র ॥

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশোবামদেববৎ ॥

কঠোপনিষদ্ পঞ্চমী বল্লী ১৩ শ্রুতি ॥

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥

তলবকারোপনিষদ্ ১৪ শ্রুতি ॥

ইহ চেদবেদীদথসত্যমস্তি নচেদিহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ॥

গীতা ১০ অধ্যায় ১০ শ্লোক ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে॥

মনু ১২ অধ্যায় ৮৫ শ্লোক ॥

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্রং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

ইতি প্রমাণ বিবরণং সমাপ্তং ।